শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথ লীলা

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র—৭০

॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরনম্ ॥

শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথ লীলা।

প্রথম সংস্করণ

শ্রীবৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে—

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গগুরুধাম

জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট।

শ্রীচৈতন্যডোবা পোঃ—হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা

পশ্চিমবঙ্গ ফোন—২৫৮৫-০৭৭৫

প্রকাশক-

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট

শ্রীচৈতন্য ডোবা, পোঃ—হালিসহর

উত্তর ২৪ পরগণা।

প্রথম সংস্করন

১৩১৪ বঙ্গাব্দ—১লা অগ্রহায়ন

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী
শ্রীচৈতন্যডোবা পোঃ—হালিসহর উত্তর ২৪ পরগণা
পশ্চিমবঙ্গ ফোন—২৫৮৫-০৭৭৫

২। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী কলিকাতা—৭০০০০৬
ফোন—২২৪১-১২০৮

৩। শ্রীশ্যামসুন্দরানন্দ দেব গোস্বামী
শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির, নরপোতা পোঃ—তমলুক
পিন—৭২১৬৩৬ পূর্ব মেদিনীপুর

৪। মহান্ত শ্রীনিবাস দাস মহারাজ
সিদ্ধবকুল মঠ, বালিসাহি।
পুরী—৭৫২০০১ উড়িষ্যা।

ভিক্ষা- পঁচিশ টাকা।

মুদ্রাকর—শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি প্রেস ॥ শ্রীচৈতন্য ডোবা ॥ হালিসহর

সম্পাদকীয়

কদাচিত কালিন্দী তট—বিপিন সঙ্গীত তরলো,
মুদাভিরী নারী—বদন কমলাস্বাদ মধুপঃ ॥
রমা—শম্ভু—ব্রহ্মামর পতি—গণেশার্চ্চিতপদো,
জগন্নাথঃস্বামী নয়ন পথগামী ভবতু মে ॥

কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। পুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথদেবের স্তুতি করিয়া শ্রীজগন্নাথ—বলরাম—সুভদ্রাদেবীর মহিমা সহ শ্রীক্ষেত্রধামের মহিমা জগতে প্রতিভাত করেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর 'শ্রীলীলাস্তব' গ্রন্থের বর্ণন—

শ্রীজগন্নাথ নীলাদ্রি—শিরোমুকুটরত্ন হে।
দারুব্রহ্মন্ ঘনশ্যাম প্রসীদ পুরুষোত্তম ॥
প্রফুল্ল পুণ্ডরীকাক্ষ লবনাব্ধি তটামৃত।
গুটিকোদর মাং পাহি নানা ভোগ পুরন্দর ॥
নিজাধর—সুধাদায়িন্নিন্দ্রদ্যুম্ন প্রসাদিত।
সুভদ্রা লালনব্যগ্র—রামানুজ নমোঽস্তু তে ॥
গুণ্ডিচা—রথযাত্রাদি মহোৎসব বিবর্ধন।
ভক্ত বৎসল বন্দে ত্বাং গুণ্ডিচারথ মণ্ডলম্ ॥
দীন হীন মহানীচ দয়ার্দ্রীকৃত মানস।
নিত্য নূতন মাহাত্ম্য—দর্শিন চৈতন্যবল্লভ নঃ ॥

নীলাদ্রীর শিরোমুকুট দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথদেব দীনহীন পতিতের ত্রানের জন্য ও ইন্দ্রদ্যুম্নে কৃপা উপলক্ষ্যে সমুদ্রতীরে শ্রীবলরাম সুভদ্রা সহ গুণ্ডিচা রথযাত্রাদি লীলা প্রকাশ করিয়া নীলাচল ধামে প্রকট বিহার করিতেছেন। নীলাচল ধামের মহিমা প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য ভাগবতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশিবকে বলিতেছেন।

সেই স্থানে আমার পরম গোপীপুরী ॥
সেই স্থান, শিব ! আজি কহি তোমা স্থানে ।
সে পুরীর মর্ম্ম মোর কেহ নাহি জানে ॥
সিন্ধুতীরে বটমূলে নীলাচল ধাম ।
ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তম—অতি রম্য স্থান ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কালে যখন সংসারে ।
তবু সে স্থানের কিছু করিতে না পারে ॥
সর্ব্বকাল সেই স্থানে আমার বসতি ।
প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি ॥
সে স্থানের প্রভাবে যোজন দশ ভূমি ।
তাহাতে বসয়ে যত জন্তু—কীট—কৃমি ॥
সভারে দেখয়ে চতুর্ভূজ দেবগনে ।
ভূবন মঙ্গল করি কহয়ে যে স্থানে ॥
নিদ্রাতে ও যে—স্থানে সমাধি ফল হয় ।
শয়নে প্রনাম ফল যথা বেদে কয় ॥
প্রদক্ষিন ফল পায় করিলে ভ্রমন ।
কথা মাত্র যথা হয় আমার স্তবন ॥”

এতাদৃশ ভাবে শ্রীক্ষেত্র ধাম ও শ্রীজগন্নাথ দেবের মহিমাকীর্ত্তিত হয় । শ্রীমন্মহাপ্রভু অষ্টাশ বর্ষ তথায় অবস্থান করিয়া শ্রীক্ষেত্র সহ শ্রীজগন্নাথ দেবের মহিমা ত্রিভুবনে বিদিত করেন । তৎসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু সপার্ষদ প্রভূত অপ্রাকৃত লীলার বিস্তার করিয়া নিজ রস আস্বাদন মাধ্যমে ক্ষেত্র ধামকে গৌর অনুগত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগন সমক্ষে চির স্মরনীয় ধামে পরিনত করিয়াছে । সেই চিরস্মরনীয় ধামের মহিমা আস্বাদন উপলক্ষ্যে শ্রীক্ষেত্রে ‘শ্রীজগন্নাথ লীলা’ নামক

গ্রন্থখানি প্রনীত হইল। ইতি পূর্ব্বে শ্রীক্ষেত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা নামক গ্রন্থখানি প্রনীত হইয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থ সম্পাদনে শ্রীজয়ানন্দের শ্রীচৈতন্য মঙ্গল ও শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত 'শ্রীক্ষেত্র' নামক গ্রন্থের বিশেষ সাহায্য গ্রহন করা হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ 'শ্রীক্ষেত্র' নামক গ্রন্থে শ্রীক্ষেত্রধাম ও শ্রীজগন্নাথদেবের মহিমা বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইতে অনুমাত্র সংগ্রহ করিয়া সংক্ষেপে বর্নিত হইল। যাহাতে সর্ব্বসাধারন শ্রীক্ষেত্র সহ শ্রীজগন্নাথদেবের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারে। এখন সুধীভক্ত মণ্ডলী আমার সর্বানুরূপ ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া শ্রীক্ষেত্র ধাম সহ শ্রীজগন্নাথদেবের মহিমা আস্বাদন করুন।

প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ্য যে, শ্রীক্ষেত্র ধাম সর্ব্বাদি তীর্থ, তথায় শ্রীজগন্নাথদেব প্রকট বিহার করিয়া মহাতীর্থে পরিনত করেন। আর শ্রীগৌরাঙ্গদেব সপার্ষদে অষ্টাদশ বর্ষ এককালীন ক্ষেত্র ধামে অবস্থান করতঃ শ্রীজগন্নাথদেব সহ শ্রীক্ষেত্র ধামের মাহাত্ম্য জগতে প্রতিভাত করিয়া শ্রীক্ষেত্র ধামকে মহামহিম তীর্থ ভূমিতে পরিনত করিয়াছেন। তাই জয় শ্রীক্ষেত্র ধাম, জয় শ্রীজগন্নাথদেব, জয় পতিত পাবন শ্রীগৌরসুন্দর।

নিবেদক—
শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃপাভিলাষী
দীন—
কিশোরী দাস

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তিমন্দির
জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট
শ্রীচৈতন্য ডোবা ॥ পোঃ—হালিসহর
উত্তর ২৪ পরগণা ॥ পশ্চিমবঙ্গ
১৪১৪ বঙ্গাব্দ।

সূচীপত্র

॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরনম্ ॥

শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথ লীলা

—ঃ গ্রন্থারম্ভ ঃ—

শ্রীশ্রীজগন্নাথাষ্টকম্ ।

কদাচিৎ কালিন্দীতট—বিপিন—সঙ্গীত—তরলো,
মুদাভিরী নারী—বদন কমলাস্বাদ—মধুপঃ ।
রমা—শম্ভু—ব্রহ্মামরপতি—গনেশার্চ্চিতপদো,
জগন্নাথঃ স্বামী নয়ন পথগামী ভবতু মে ॥ ১ ॥

ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপিচ্ছং কটি তটে,
দুকূলং নেত্রান্তে সহচর—কটাক্ষং বিদধতে ।
সদা শ্রীমদ্ বৃন্দাবন—বসতি লীলা—পরিচয়ো,
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ গামী ভবতু মে ॥ ২ ॥

মহাম্ভোধেস্তীরে কনক রুচিরে নীল শিখরে,
বসন্ প্রাসাদান্তঃ সহজ বলভদ্রেন বলিনা ।
সুভদ্রা মধ্যস্থঃ সকল সুর—সেবাবসরদো,
জগন্নাথঃ স্বামী নয়ন পথ গামী ভবতু মে ॥ ৩ ॥

কৃপা পারাবারঃ সজল—জলদ—শ্রেনি—রুচিরো,
রমাবানী রামঃ স্ফুরদমল—পঙ্কেরুহ—মুখ ।
সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিগন শিখা—গীতচরিতো,
জগন্নাথঃ স্বামী নয়ন পথগামী ভবতু মে ॥ ৪ ॥

রথারুঢ়ো গচ্ছন্ পথি মিলিত ভুদেব—পটলেঃ,
স্তুতি প্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য—সদয়ঃ ।
দয়া সিন্ধুঃ সকল জগতাং সিন্ধু সদয়ো,
জগন্নাথঃ স্বামী নয়ন পথগামী ভবতু মে ॥ ৫ ॥

পরমং ব্রহ্মাপীড়ঃ কবলয়—দলোৎফুল্ল নয়নো,
নিবাসী নীলাদ্রৌ—নিহিত চরনোঽনন্ত শিরসি।
রসানন্দী রাধা—সরস বপুরালিঙ্গন—সুখো,
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৬ ॥

ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনক মানিক্য বিভবং,
ন যাচেঽহং রম্যাং সকল জন কাম্যাং বরবধূম্।
সদা কালে কালে প্রমথ পতিনা গীতচরিতো,
জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথ গামী ভবতু মে ॥ ৭ ॥

হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুর পতেঃ,
হর ত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতেঃ।
অহো দিনেঽনাথে নিহিত চরনৌ নিশ্চিত মিদং,
জগন্নাথঃ স্বামী নয়ন পথ গামী ভবতু মে ॥ ৮ ॥

জগন্নাথাষ্টকং পূর্ণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচি,
সর্ব্বপাপ বিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীগৌরচন্দ্র—মুখপদ্ম—বিনির্গতং শ্রীজগন্নাথাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রকট রহস্য ও রথযাত্রা

(শ্রীজয়ানন্দ কৃত শ্রীচৈতন্য মঙ্গলের প্রকাশখণ্ড হইতে সংগৃহীত)

সূর্য্য বংশোদ্ভব রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নিজ পিতৃ পুরুষগণের গৌরব কাহিনী স্মরণ করিয়া জগতে এক স্থায়ী কীর্ত্তি স্থাপনের অভিলাষ করিলেন।

সুবর্ণের এক দেউল করিব গঠন।
তাহাতে স্থাপিত মূর্ত্তি কোমল লোচন॥
অহর্নিশ উপহারে করিব সেবন।
যুগে যুগে থাকে যেন আমার ঘোষণ॥

এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সুবর্ণের মন্দির নির্ম্মাণ করতঃ শ্রীমূর্ত্তির জন্য ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার সমীপে গমন করিলেন। ব্রহ্মার সমীপে মনঃআর্ত্তি নিবেদন করিলে ব্রহ্মা বলিলেন—

এই স্থানে নিমিষেক থাকহ বসিয়া।
সন্ধ্যা করি আসি মূর্ত্তি দিব ত কহিয়া॥

ব্রহ্মার এক মুহুর্ত্তে ষাটি সহস্র বৎসর অতীত হইল। এদিকে রাজার বংশ পরম্পরায় রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করিল।

পরলোকে গেল তারা রাজা হারাইল।
সমুদ্রের বালি সব পুরী আচ্ছাদিল॥
সুবর্ণের ঘর সব প্রাচীন প্রবীন।
বালিতে ঢাকিল তার কিছু নাঞি চিন॥

এদিকে ব্রহ্মা সন্ধ্যা সমাপন করিয়া আসিলে রাজা শ্রীমুর্ত্তি প্রদানের কথা বলিলেন। তখন ব্রহ্মা বলিলেন, আমার ষাটি সহস্র বৎসরে তোমার মন্দিরে বালুকাকাবৃত হইয়াছে। যদি তোমার শ্রীমন্দির থাকে তবে যোগ্য মুর্ত্তি প্রদান করিব। রাজা রাজ্যে আসিয়া পরিজনসহ রাজ্য

নিশ্চহ্ন দেখিয়া বিরহে ব্যকুল হইলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে অরণ্যে এক মনুষ্য দেখিয়া রাজ্যের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মনুষ্য বলিল, রাজ্যে কেহ রাজা নাই, আপনি এ রাজ্যের রাজা হউন। সে সময় বিপ্বক সেন নামক এক ব্যক্তি পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কহিলেন এবং বিশেষ বিবরণে জন্য অক্ষয় বটের সমীপে গমনের নির্দ্দেশ দিলেন। রাজা অক্ষয় বট সমীপে গমন করিলে অক্ষয় বট কিছু বৃত্তান্ত কহিয়া উলুকের নিকট পাঠাইলেন।

নার্কেত্তর সরোবর তার বাম পাশে।
তথায় সে উলুক পেচক রাজ বৈসে॥

রাজা উলুক সমীপে গমন করিলে উলুক বলিল, "ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা সুবর্ণ নির্ম্মাণ করিয়া ব্রহ্মার সমীপে গমন করিলে তাহার বংশধরগণ রাজ্যত্ব করিয়া প্রলয়ে সব ধ্বংস হইল। ব্রহ্মা পুনরায় সৃষ্টি করিল। এই বাক্যে আমার কুর্ম্ম বলিয়াছে, আপনি তাহার নিকট গেলে বিশদ বিবরণ জানিতে পারিবেন।

কুর্মের অবস্থিতি সম্পর্কে বর্ণন যথা—

শ্বেত গঙ্গা নামে তীর্থ মহাসরোবর।
শ্বেতবর্ণ জল তার দেখিতে সুন্দর॥
শ্বেত মাধব নামে তাঁর মুর্ত্তি সন্নিধানে।
গুপ্তবেশে কৃষ্ণ তথা আছে অদর্শনে।
সেই শ্বেত গঙ্গাতীরে কুর্ম্ম অধিকারী।
সকল বৃত্তান্ত জানে বিষ্ণুতেজ ধরি॥

উলুক কুর্মের সহিত রাজারে মিলাইলে কুর্ম সমস্ত পূর্ব বৃত্তান্ত কহিয়া বলিলেন যথা—

বিষাদ না কর কিছু রাজ রাজেশ্বর।
এই রাজ্যে থাক তুমি শুনহ সত্বর॥

পূর্ব্বে আছিল পুরী যথাতে তুমার।
বলিতে ঢাকিল তাহে পুরী তথাকার॥
সুবর্ণের দেলু তোমার আছিল যেথানে।
পূনরপি দেউল দেহ তার সন্নিধানে॥
যত দেখ ব্রহ্মার সৃজিত এই প্রজা।
তুমারে মেলিব এই রাজ্যে হও রাজা॥
কুলে শীলে যোগ্য আছে কৌবীর্য্য নৃপতি।
তার কন্যা বিভাকর নামে মালাবতী॥
লক্ষী কভু না ছাড়িব তোমার তপোবলে।
সুখে রাজ্য কর রাজা নিজ বাহুবলে॥
যেইস্থানে পুরীতে থুই আছ নিজ ধন।
সেইস্থানে নিজ পুরী করহ সৃজন॥

কুর্ম্মের বচনে ইন্দ্রদ্যুম্ন উড়িষ্যার রাজা হইয়া কৌবীর্য রাজকন্যা মালাবতীকে বিবাহ করিলেন। বিবাহ অনুষ্ঠানে দেবতাগন উপস্থিত হইলে রাজা ব্রহ্মার সমীপে শ্রীমূর্ত্তি অনুরোধ করিলেন। তখন ব্রহ্মা বলিলেন যথা—

ভারাবতরণে কৃষ্ণ দেখি অবতরে।
দুষ্ট দৈত্য মারি খণ্ডাইল ক্ষিতি তারে॥
ব্রহ্মশাপ লক্ষ করি শরীর ছাড়িবে।
ব্রহ্মঅগ্নি নিজ দেহ সকল পুড়িবে॥
যেই নিম্ব বৃক্ষে কৃষ্ণ ছাড়িবেন প্রাণ।
হেন দারু ভাসিয়া আসিবে তব স্থান॥
বিষ্ণুপঞ্জর সঙ্গে অক্ষয় শরীরে।
ভাসিয়া আসিবে সেই সমুদ্রের নীরে।
তুমার তপস্যা বড় সেই সে কারনে।
দারু ব্রহ্মরূপে ভোগ ভুঞ্জিব ভুবনে॥

বৈশাখ মাসে শুভ পৌর্ণমাসী তিথি।
ভাসিয়া আসিবেন দশখণ্ড রাতি॥
বিষ্ণুপঞ্জর সঙ্গে পাইবে শ্রীহরি।
প্রবন্ধ করিয়া রাজা নিজ নিজ পুরী॥
সুবর্ণের দেউল তুমার আছিল যেখানে।
তাহার উপরে দেউল রুরহ নির্মাণে॥
তারমধ্যে প্রত্যহ দারু পুজিয়া বিধানে।
দ্বাবে মেলিয়া চাইহ পঞ্চদশ দিনে॥
পঞ্চদশ দিন বই দেখহ রাজন।
মূর্ত্তিমান হই কৃষ্ণ দিব দরশন॥
বলরাম সুভদ্রা ঠাকুর জগন্নাথ।
তিনমূর্ত্তি তিন নাম দারু ব্রহ্মজাত॥
সেই তিনমূর্ত্তি দেখিব যে নীলাচলে।
সেই শরীরে সেই যাইব বৈকুণ্ঠেরে॥

এইভাবে ব্রহ্মাদি দেবগণ বর প্রদান করিয়া গমন করিল। রাজার চতুর্দ্দশ পুত্র ও সত্যবতী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। রাজা বালুকা ঘুচাইয়া পূর্ব্বকৃত সুবর্ণ দেউলের দ্বাদশ অঙ্গুল চূড়া বাহির করিলে।। সম্পূর্ণ দেউল বালুকা মুক্ত করিলে মানুষ রসাতলে গমন করিবে ভাবিয়া রাজা ব্রহ্মার সমীপে গমন করতঃ নিজের কর্ত্তব্য সম্পর্কে নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন সুবর্ণ দেউলের উপরে পাষাণের দেউল নির্ম্মান কর। ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্ম্মা পাষাণের দেউল নির্ম্মাণ করিলেন।

সুবর্ণ দেউল চূড়া দ্বাদশ অঙ্গুলি।
পাষাণের দেউল দিল তাহার উপরি॥
নানা চিত্রে-ধাতু করে কৃষ্ণ অবতার।
নানা মৃগ নানা পাখি নির্ম্মাণ অপার॥

বৃন্দাবনে যত ক্রীড়া করিল কানাই।
নানা মূর্ত্তি নানারঙ্গ গড়িল তথাগ্রি॥
দিগম্বর মূর্ত্তি পুরুষ দিগম্বরে।
বিপরীত ভাবে কেহো রসকেলি করে॥
দক্ষিণে নির্ম্মান করে শ্রীবরাহ মূর্ত্তি।
পশ্চিমে নৃসিংহদেব দেবী আদ্যাশক্তি॥
উত্তরে নির্ম্মাণ করে নৃসিংহ বামন।
তিন পায়ে ব্যাপিলেন এ তিন ভুবন॥
বলি ছলি পাঠাইল রসাতল পুরে।
সেই বামনমুর্ত্তি গড়িল সত্বরে॥
জগমোহন ঘর করিল গঠন।
ভোজন করিব যথা কমল লোচন॥
জোড়া করি নির্মাইল নাট মন্দির।
নর্ত্তকী নাচিব যথা গরুড় মহাবীর॥
তাহে স্তম্ভ দিতে নাগ্রি সংসার ভিতর।
চিন্তিয়া বিকল রাজা নিদ্রা অন্তঃপুরে॥
স্বপ্ন দেখিল রাজা সেই নীলাচলে॥
ভাসিয়া আসিব স্তম্ভ সমুদ্রের জলে।
অখণ্ড পাথর কেহো তুলিতে না পারে।
তুমি পরশিলে রাজা তুলা প্রায় হবে॥

রাজা স্বপ্নাদীষ্ট হইয়া সমুদ্রকুল হইতে অখণ্ড পাথর স্তম্ভাদি আনিয়া নাট মন্দিরাদি করিলেন। শ্রীমন্দির নির্মাণাদি কার্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হইলে বিশ্বকর্মা অদর্শন হইলেন। তখন রাজা ব্রহ্মার শ্রীমূর্ত্তির বাক্য স্মরণ করিয়া চিন্তায় ব্যাকুল হইলেন। এদিকে কৃষ্ণ দ্বারকার ব্রহ্মাশাপ সৃষ্টি করিয়া নিজবংশ ধ্বংস করত নিজে অন্তর্দ্ধান করিলেন।

সেই কাণ্ড বাজিল কৃষ্ণের চরণে।
তাহে দেহত্যাগ ব্রহ্ম শাপের কারনে॥

আচম্বিতে ব্রহ্ম অগ্নি উঠিল খরতর।
সেই অগ্নে পোড়া গেল কৃষ্ণ কলেবর॥
নিম্বতরু পোড়া গেল সেই হুতাশনে।
বিষ্ণুর পঞ্জর মাত্র রহে অবশেষ যত্নে॥
বিষ্ণুপঞ্জর আর সেই নিম্বতরু।
সমুদ্রের জলে ভাসে সেই পোড়া দারু॥
সেই দারু ভাসিয়া আইল উড়িষ্যারে॥

রাজা আদীষ্ট হইয়া সমুদ্র কূল হইতে নিম্ব কাঠ ও বিষ্ণুর পঞ্জর আনয়ন করতঃ শ্রীমন্দির মধ্যে স্থাপন করিলেন। এদিকে ব্রহ্মা বিশ্ব-কর্মাকে শ্রীমূর্ত্তি নির্মানের জন্য পাঠাইলেন। বিশ্বকর্ম্মা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া নিম্ব বৃক্ষকে তিনভাগ করতঃ একমূর্ত্তি নির্মাণ আরম্ভ করিলেন। মূর্ত্তি নির্মাণের শব্দ পাইয়া রাজা আনন্দিত হইলেন।

এদিকে এক লীলার প্রকাশ করিলেন।
হেনকালে মায়া করিল নারায়ন।
মূর্ত্তিমান হইলে দেখিব যে জন॥
সকায়ে বৈকুণ্ঠ যাবে ইহা মনে করি।
মূর্ত্তিমান নারায়ন রূপের মুরারি॥
বুক স্কন্ধ মাথা নাক্তি রূপ বান।
কোটি কন্দর্পরূপ অন্তরে নির্মান॥
কেবল দারুতে ভক্তি করিব যে জন।
অন্তকালে মুক্তি পাব ততক্ষন॥
সে কারণে মায়া করে দারুঅবতার।
বিশ্বকর্মার যত অস্ত্র মাঠাইল ধার॥

অস্ত্রের ধার না থাকায় বিশ্বকর্মা অস্ত্র আনয়নের জন্য স্বস্থানে গমন করিলে নির্মান কার্য বন্ধ থাকিল। কোন শব্দ না পাইয়া রাজ্য ব্যাকুলিত অন্তরে সপ্তম দিবসে মন্দিরে প্রবেশ করিলে দেখিলেন আকারে মুর্ত্তি

হইলেও চক্ষু, মুখ হস্ত পদাদি নাই। রাজা বিচলিত চিত্তে ব্রহ্মার সমীপে করিলে ব্রহ্মা বলিলেন—

ব্রহ্মা বলেন দেবমায়া হইল যে কারণে।
স্বকারে বৈকুণ্ঠ যাইত সে মূর্ত্তি দর্শনে॥
শুন ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা না করিহ হেলা।
এখানে সাক্ষাৎ সে দারু দর্শনে জানিলা॥
জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রা দর্শন।
বিষ্ণুপঞ্জর অধিষ্ঠান এই তিনজন॥

ব্রহ্মার আদেশ মত ইন্দ্রদ্যুম্ন কারিগর আনিয়া শ্রীজন্নাথ, বল্লরাম সুভদ্রার মূর্ত্তি নির্মাণ করাইয়া যথাযোগ্য সেবার ব্যবস্থাপনা করিলেন। শ্রীমূর্ত্তি স্থাপনেব পর প্রভু রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নে দর্শন প্রদান করিয়া বর দিতে চাহিলে রাজা বলিলেন, আপনি আমার কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করুন। রাজা গৃহে আসিয়া তিনখানি রথ নির্মান করতঃ শুভদিনে কন্যার বিবাহের জন্য জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রাকে ভিন্ন ভিন্ন রথে চড়াইয়া স্বগৃহে আনিলেন। বিবাহ বাসরে জামাতা বরণকালে ইন্দ্রদ্যুম্ন পত্নী মালাবতী দারুসহ কন্যার বিবাহ চিন্তা করিয়া বিরহে ব্যাকুল হইলেন। তখন জগন্নাথদেব শাশুড়ীর বিরহ দূরীকরণের জন্য ভুবন মোহন মূর্ত্তি প্রকাশ করতঃ বিবাহ করিলেন। বিবাহের পর সাতদিন অবস্থান করিয়া রথ আরোহন পূর্ব্বক জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা শ্রীমন্দিরে বিজয় করিলেন। বাসর ঘরে অবস্থান কালে সত্যবতী জগন্নাথ সমীপে একটি একটি বর প্রার্থনা করিলেন।

যদি মোরে তুষ্ট রইলা জানিল সংসারে।
প্রতি বৎসর বিভা করিবে আমারে॥
এই পুরী থাকিব আমি কমল লোচন।
বাহির হইলে এথা করিবে গমন॥

ইহা শুনি হাসিয়া বলেন জগন্নাথ।
সত্য সত্য বলি তুমার ধরি দুইহাত॥
নিত্যরূপে তুমার ঘর করিব গমন॥
এই সত্য করিলেন কমল লোচন॥
পুষ্পাঞ্জলি হইল রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে।
তখন আসিব আমি তোমার মন্দিরে॥
বিবাহ করিব প্রতি বছর অন্তরে।
লৌকিক বিধান হেতু প্রীত তুমারে॥

এইভাবে শ্রীজগন্নাথদেব প্রকট হইয়া সত্যবতীকে বর প্রদানের সার্থকর্তা স্বরূপ প্রতিবৎসর রথে আরোহন করিয়া গুণ্ডিচা মণ্ডপে আসেন; সাতদিন অবস্থান করিয়া শ্রীমন্দিরে গমন করেন। ইহাই জগন্নাথদেবের রথযাত্রা নামে সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ।

শ্রীজগন্নাথ দেবের আবির্ভাব লীলা

(শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত—শ্রীক্ষেত্র গ্রন্থ পইতে উদ্ধৃত)

শ্রীব্রহ্মার প্রথম পরার্ধে শ্রীচতুর্ব্যূহ ভগবান নীল মাধব মুর্ত্তিরূপে শঙ্খক্ষেত্রে নীলচলে পতিত নীচকে কৃপা বিতরনার্থে অবতীর্ণ হন। দ্বিতীয় পরার্ধে মনু সন্ধি এক যুগগত হইলে সত্যযুগ আরম্ভ হয়। সেই সময় শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন নামে সূর্য্য বংশীয় এক পরম বিষ্ণুভক্ত রাজা মালব দেশের অবন্তী নগরে রাজত্ব করিতেন। তিনি ভগবৎ সাক্ষাৎ কালে ব্যাকুল হইলে ভগবৎ প্রেরিত এক বৈষ্ণব তথায় উপনীত হইরা শ্রীনীলমাধবের কথাবলেন। রাজা নীল মাধবের উদ্দেশ্যে সর্বত্র লোক পাঠাইয়া বিফল মনোরথ হন। রাজার পুরোহিত—

শ্রীবিদ্যাপতি বহুস্থান ভ্রমন করিয়া শবর নামক এক অনার্য জাতির দেশে উপনীত হন। তথায় এক শবর পল্লীতে উপনীত হইয়া বিশ্ববসু ভবনে তাঁহার কন্যা একাকিনী ললিতার সাক্ষাৎ পান। কিছুক্ষন পরে শবর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কন্যা ব্রাহ্মণ সেবায় নিয়োগ করেন॥ তৎ-পরে শবরের বিশেষ অনুরোধে বিদ্যাপতি তাহার কন্যাকে বিবাহ করেন। বিদ্যাপতি নীলমাধবের সন্ধান পাইয়া সন্দর্শনে ব্যাকুলিত হন। শেষে কন্যার বিশেষ অনুরোধে শবর বিদ্যাপতি চক্ষু বন্ধ করিয়া নীল মাধব সমীপে গমন করেন। শবর বিদ্যাপতি শবর কন্যার প্রদত্ত সর্ষপ পথে ছড়াইতে ছড়াইতে নীল মাধব সমীপে গমন করেন। শবর বিদ্যাপতি চক্ষু বন্ধন মুক্ত করিয়া কন্দমূল ও বন পুষ্পাদি আহরণে গমন করিলে বিদ্যাপতি নীলমাধব দর্শনে বিমোহিত হন এবং আনন্দে নৃত্যে ও স্তবাদি করিতে করিতে লাগিলেন। সে সময় একটি ঘুমন্ত কাক নিকটস্থ কুণ্ডে পতিত হইয়া প্রানত্যাগ করতঃ চতুর্ভুজ মুর্ত্তি ধারণে বৈকুণ্ঠে গমন করিল। ইহা দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণ ও সেই বৃক্ষে আরোহন পূর্ব্বক উক্ত কুণ্ডে পতিত হইয়া প্রান ত্যাগের চেষ্টা করিলে দৈব বানীতে বলিল তুমি নীলমাধব দর্শন করিয়াছ এই বর্ত্তা অগ্রে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে জ্ঞাপন কর। এদিকে শবর ও কন্দমূল দ্বারা নীলমাধবের অর্চন করিলে নীল মাধব বলিলেন এতদিনে তোমার সেবা গ্রহন করিলাম ইন্দ্রদ্যুম্নের রাজ সেবা গ্রহন করিব। শবর নীল মাধবের সেবা বঞ্চিত হইবার আশঙ্কায় জামাতা বিদ্যাপতিকে স্বগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। শেষে কন্যার পুনঃ পুনঃ অনুরোধে জামাতায় মুক্ত করিলেন। বিদ্যাপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন সমীপে নীলমাধবের সমাচার জ্ঞাপন করিলে রাজা সসৈন্যে বিদ্যাপতির নিক্ষিপ্ত সর্ষপ বৃক্ষের অনুশরনে শবর পল্লীতে গমন করিলেন। তথায় নীল মাধব না পাইয়া শবরগণকে বন্দী করিলেন। তখন রাজার প্রতি

দৈববানীতে বলিল তুমি শবরগনকে ছেড়ে দাও: নীল মাধব রূপ দর্শন পাইবেনা। নীলাদ্রির উপর একটি মন্দির নির্মাণ কর, তথায় দারু ব্রহ্ম রূপে আমার দর্শন পাইবে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন মন্দির নির্ম্মাণের জন্য "বউল মালা" নামক স্থান হইতে প্রস্তর আনায়নের ব্যবস্থা করিয়া নীল কন্দর পর্য্যন্ত পথ নির্ম্মাণ করিলেন। শঙ্খ নাভি মণ্ডলে মন্দির নির্মাণ করাইয়া 'রামকৃষ্ণ' গ্রাম পত্তন করেন। শ্রীমন্দির মাটির নীচে ৬০ হাত, উপর ১২০ হাত উচ্চ করা হইল। মন্দিরের উপরে কলস ও তার উপরে চক্র স্থাপন করিয়া মন্দিরটি স্বর্ণ মণ্ডিত করিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মার দ্বারা মন্দির উদ্বোধন করিবার উপলক্ষ্যে গিয়া কিছুকাল অবস্থান করিলে মন্দিরটি বালুকা দ্বারা আবৃত হইল। ইতিমধ্যে সুরদেব, গাল মাধব প্রভৃতি কতিপয় রাজা রাজত্ব করেন। গালমাধব মন্দিরটি বালুকাভ্যন্তর হইতে বাহির করিল। সে সময় ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিজ মন্দির বলিয়া দাবী করিলে গাল মাধব নিজ কৃত বলিয়া দাবী করিলেন। নিকটবর্ত্তী কল্পবটস্থিত 'ভুষণ্ডি কাক' যুগযুগান্তর ধরিয়া রামনাম করিতেছেন। তিনি বলিলেন এই মন্দিরটি ইন্দ্রদ্যুম্নই নির্ম্মাণ করিয়াছেন। গাল মাধব সত্যের অপলাপ করায় ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের পশ্চিমে শ্রীমন্দিরের বহির্দেশে ব্রহ্মার নির্দ্দেশানুসারে অবস্থান করিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মাকে ক্ষেত্র ও শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আবেদন করিলে ব্রহ্মা অক্ষমতা প্রকাশ করেন। আর মন্দিরের চূড়ায় ধ্বজা বন্ধিয়া বলিলেন, যাহারা দূর হইতে ধ্বজা দেখিয়া প্রনাম করিবেন, তাহারা অনায়াসে মুক্তি লাভ করিবেন।

তারপর ইন্দ্রদ্যুম্ন নীলমাধবকে দর্শন না পাইয়া কুশশের্য্যায় অনশন ব্রত লইয়া প্রান ত্যাগের সঙ্কল্প করিলে জগন্নাথদেব স্বপ্নে বলিলেন, চিন্ত করিওনা, আমি সমুদ্রের 'বাঙ্কিমুহান' নামক স্থানে (চক্রতীর্থের

সন্নিকটে দারুব্রহ্মরূপে ভাসিতে ভাসিতে উপস্থিত হইব। রাজা সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইয়া শঙ্খ চক্র গদা পদ্মাঙ্কিত দারুব্রহ্ম দর্শন করিয়া শতচেষ্টা সত্বেও উত্তোলন করিতে পারিলেন না। শেষে জগন্নাথ দেবের স্বপ্নাদেশ মত নীল মাধবের সেবক বিশ্বাবসু দারুব্রহ্মের এক পার্শ্ব, বিদ্যাপতি ব্রাহ্মণ অপর পার্শ্ব, রাজা শ্রীচরণ ধারণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে হরি সংকীর্ত্তন সহকারে সুবর্ণ নির্ম্মিত রথে আরোহন করাইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে আনয়ন করিলেন। ব্রহ্মা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। শ্রীনৃসিংহদেব বেদীতে আরোহন করিলেন। বর্ত্তমানে যে স্থানে মন্দির সেই স্থানে ব্রহ্মা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মুক্তি মণ্ডপের সংলগ্ন পশ্চিমদিকে যে নৃসিংহদেব বিরাজ মান, তিনিই উক্ত আদি নৃসিংহদেব।

ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ দারুব্রহ্ম দ্বারা শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মানের জন্য শত চেষ্টা করিয়া ব্যার্থ হইলেন। বহুদক্ষ শিল্পীর সমস্ত অস্ত্র খণ্ডিত বিখণ্ডিত হইল অবশেষে স্বয়ং ভগবান মহারানা নামে বৃদ্ধ শিল্পীর ছদ্মবেশে ২১ দিনের মধ্যে দ্বাররুদ্ধ করিয়া শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করিবার অশ্বাস দিলেন। যে সকল কারিগর ইতিপূর্বে আসিয়া ছিলেন রাজা বৃদ্ধ শিল্পীর উপদেশ অনুসারে তিনটি রথ প্রস্তুত করাইলেন। আর বৃদ্ধ কারিগর দারুব্রহ্মকে শ্রীমন্দিরের ভিতরে লইলেন এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিজ কর্মে ব্রতী হইলেন। রাজাকে ২১ দিনের পূর্ব্বে কিছুতেই দ্বার খুলিবেন না ইহাই প্রতিজ্ঞা করাইলেন কিন্তু দুই সপ্তাহ অতিবাহিত হইবার পর মন্দির ভিতর হইতে অস্ত্র-শস্ত্রাদির কোন প্রকার শব্দ না পাইয়া রাজা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে মন্ত্রীর নিষেধ সত্বেও নিজ হস্তে বল পূর্ব্বক মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেখিলেন বৃদ্ধ কারিগর নাই, তিনটি দারু মূর্ত্তি প্রকট হইয়াছেন। সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গুলী সমূহ ও শ্রীপাদপদ্ম

প্রকাশিত হয় নাই। এরূপ শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে রাজা নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কারণে এই পরিণতি ভাবলেন। তাই নিজেকে মহা অপরাধী ভাবিয়া প্রানত্যাগ বাসনায় কুশাসনে শয়ন করিলে অর্ধরাত্রে শ্রীজগন্নাথ দেব স্বপ্নে দর্শনে প্রদানে বলিলেন। "আমি দারুব্রহ্ম আকারেই শ্রীপুরুষোত্তম নামে নীলাচলে অধিষ্ঠিত আছি। আমি প্রাকৃত হস্তপদ রহিত হইলেও অপ্রাকৃত হস্ত পদাদির দ্বারা ভক্তবৃন্দ প্রদত্ত সেবা উপকরণ গ্রহন করিয়া জীবের কল্যাণ বিধান করিব। তোমার ঐশ্বর্য্যময়ী সেবার অভিলাষ হইলে মধ্যে মধ্যে স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্ম্মিত হস্ত পদাদি দ্বারা ভূষিত করিতে পার।" তখন রাজা স্বপ্নে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমুখ বানী শ্রবণ করিয়া সবিনয়ে বলিলেন যে বৃদ্ধ কারিগর শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করিয়াছেন। তাঁহার বংশধরগন যুগে যুগে জীবিত থাকিয়া তিনটি রথ নির্ম্মান কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। শ্রীজগন্নাথ দেব সম্মতি প্রদান পূর্বক বলিলেন, যে বিশ্বাবসু নীল মাধবরূপী আমার সেবা করিতেন, তাঁহার বংশধরগণ যুগে যুগে আমার দায়িতা সেবকরূপে সেবা করিবে,বিদ্যাপতির ব্রাহ্মণ পত্নীর গর্ভজাত বংশধরগন আমার অর্চক হইবেন। আর বিদ্যাপতির শবরীর গর্ভজাত সন্তানগন ভোগ রন্ধন করিবে। তাঁহারা সুয়ার (সূপকার) নামে খ্যাত হইবেন।

তখন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বলিলেন: আমাকে একটি বর দিন প্রত্যহ মাত্র তিন ঘণ্টা শ্রীমন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকিবে অবশিষ্ট সময় সকলের দর্শনের উন্মুক্ত থাকিবে, সারাদিন আপনার ভোজন চলিবে, আপনার হস্ত পল্লব কখনও শুষ্ক হইবে না। শ্রীজগন্নাথ দেব 'তথাস্তু' বলিয়া বলিলেন, তুমি নিজের জন্য কোন বর প্রার্থনা কর। রাজা বলিলেন যাহাতে আপনার শ্রীমন্দিরকে নিজ সম্পত্তি বলিতে না পারে তজ্জন্য আমার নির্বংশ হইবার বর দিন। শ্রীজগন্নাথদেব রাজাকে তাহার অভিলষিত বর প্রদান করিলেন।

শ্রীক্ষেত্র ধাম মহাত্ম্য

শ্রীস্কন্দ পুরানের উত্তরখণ্ডে লিখিত রহিয়াছে যে চরাচর সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মা জীবের উদ্ধারের জন্য শ্রীবিষ্ণু শরনাপন্ন হইলে তিনি বলিলেন, সমুদ্রতীরে নীলপর্ব্বতান্তর্গত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে তাঁর নিত্য অবস্থান। তথায় দর্শন করিলে জীব পরম মুক্তি লাভ করিবে। 'নীলাচলে রোহিনী কুণ্ডে একটি কাক জলপান ও স্নান করিয়া ভগবদ্দর্শনমাত্রেই পার্ষদগতি লাভ করিল দেখিয়া ব্রহ্মা চমৎকৃত হইলেন। এই সংবাদে যমরাজ তথায় উপনীত হইলে শ্রীলক্ষ্মীদেবী বলিলেন, পুরুষোত্তমে দেহ-ত্যাগ কারি তোমার অধিকার বহিভূত, পরার্ধকাল পর্য্যন্ত শ্রীলক্ষ্মী সহ শ্রীনীল মাধব তথায় নীলকান্ত মনিময়ী শ্রীমূর্ত্তিতে অবস্থান করিয়া দ্বিতীয় পরার্ধের শ্বেতবরাহ কল্পে সায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মার পঞ্চম অধস্তন ইন্দ্রদ্যুম্নের আগমনের পূর্ব্বেই অন্তর্হিত হন। যথাকালে ইন্দ্রদ্যুম্ন অবন্তী নগরে আবির্ভূত হইয়া চর্মচক্ষে পৃথিবীতে কোথায় ভগবদ্দর্শন ঘটিবে এই চিন্তা করিলে এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণের নিকট শ্রীক্ষেত্রস্থ শ্রীনীল মাধব মুর্তির কথা জানিতে পারিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রেরিত তৎ পুরোহিতের

ভ্রাতা বিদ্যাপতি অনুসন্ধান করিতে কয়িতে নীলগিরির পশ্চাতে শবরদ্বীপে বিশ্বাবসু নামক নীল মাধবের অর্চকের সন্ধান পাইয়া ইন্দ্রদ্যুম্নকে জানাইলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে রওনা হইয়া পথি মধ্যে নীলাচল ও নীল মাধব বালুকাবৃত হইয়াছে শুনিলেন। পরে শ্রীনারদের উপদেশ অনুসারে শ্রীনীলকণ্ঠ মহাদেবের সন্নিধানে শ্রীআদি নৃসিংহদেবকে বিশ্বকর্মা নির্মিত পশ্চিমমুখী মন্দিরে স্থাপন করিলেন। তাঁহার সর্ম্মুখে সহস্র অশ্বমেধ দ্বারা শ্রীবিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিলে মহা সাগরের তীরে তীরে শঙ্খচক্রাদি শোভিত এক আলৌকিক দারুর আবির্ভাব বার্তা। শুনিতে পাইলেন।

শ্বেতদ্বীপস্থ বিষ্ণুরই অসস্খলিত রোম দারুরূপ ধারন করিয়াছেন এবং ইন্দ্রদ্যুম্নের স্বপ্নদৃষ্ট শ্রীভগবৎ মূর্ত্তি ঐ দারুতে প্রকটিত হইবেন, স্বপ্নযোগে পূর্ব্বেই ইহা জ্ঞাত হইয়াছেম। নারদের আদেশে ইন্দ্রদ্যুম্ন সংকীর্ত্তনানন্দে দারুরূপী বিষ্ণুকে মহাবেদীতে স্থাপন পূর্ব্বক পূজা করিলেন, তিনি দৈববানীর দ্বারা আদিষ্ট হইলেন যে, পঞ্চদশ দিবস বেদীগৃহ আবৃত রাখিয়া আগত এক বৃদ্ধ সূত্রধরকে ঐ গৃহে একাকী প্রবেশ করাইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। তদনুসারে ইন্দ্রদ্যুম্ন নির্দ্দিষ্ট কাল অন্তে জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা তিথিতে দ্বারোদঘাটন করিয়া রত্নসিংহাসনে গদা - মূষল - চক্র - পদ্ম কর, শ্রীবলরাম, বরাভয় পদ্ম ধারিনী শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীসুদর্শনের সহিত শঙ্খচক্র -গদা- পদ্ম ধর নিজ জগন্নাথ দেবের দর্শন পাইলেন।

এতদ্বিষয়ে পদ্মপুরানের পাতাল খণ্ডে বর্ণিত রহিয়াছে যে, কাঞ্চীর রাজা রত্নগ্রীব বহুকাল রাজ্য ভোগের পর নির্বেদ গ্রস্ত হইলে স্বপ্নে এক ব্রাহ্মণের দর্শন প্রাপ্ত হন। পর দিবস সেই ব্রাহ্মণ রাজসভায় আগমন করতঃ নীল পর্বতস্থ শ্রীপুরুষোত্তম ধামের কথা বলিয়া বলিলেন, শ্রীপুরুষোত্তম ধামে শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদে ধনুর্ধারী ভীল্লগণও চতুর্ভূজাকার, এক সময় পৃথু নামক কোন এক ভীল্ল বংশীয় বালক জম্বুফল আহরানার্থ বৃক্ষে আরোহন করিয়া মনিময় ও স্বর্ণ খচিত ভিত্তিযুক্ত এক বিষ্ণু মন্দির দেখিতে পায়। ঐ বালক মন্দিরের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া শঙ্খ - চক্র - গদা শারঙ্গ - পদ্মধারী বিষ্ণুর দর্শন লাভ করেন এবং ভূমিতে পতিত ভগবন্নিবেদিত অন্নের কিয়দংশ গ্রহন করিরা বালক চতুর্ভূজত্ব লাভ করে। তাঁহার সমীপে এক বাক্য শুনিয়া অন্যান্য ভিল্লগন ও তথায় শ্রীহরির দর্শন ও প্রসাদান্ন গ্রহন করিয়া চতুর্ভূজত্ব প্রাপ্ত হইল। ভীল্ল বালক পৃথুই বিষ্ণু মন্দির আবিষ্কার করিয়া ভীল্লগনের

গোচরীভূত করিলে তাহারা জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া উক্ত মন্দির উদ্ধার করেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির দর্শন

শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দির 'বড় দেউল' নামে কথিত। ইহা দুইটি বিভিন্ন এককেন্দ্রিক প্রাকারের মধ্যে অবস্থিত। বহিঃ প্রকারটি 'মেঘনাদ প্রাচীর' ও অন্তঃ প্রাকারটি 'কূর্মবেড়'নামে কথিত। বহিঃ প্রাকারের চারিদিকে চারিটি প্রবেশ দ্বার। প্রতি প্রবেশদ্বার বিস্তৃত তোরন যুক্ত প্রথম দ্বারের তোরন অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে পার্শ্ব দেবতাগনের মন্দির। তৎপরে চতুর্দ্দিকে বিরাট চত্বর, মধ্যস্থলে পশ্চিম দিক হইতে পূর্বাভিমূখী মন্দির চারটি ভাগে বিভক্ত হইয়া বিরাজিত। ১) মূল মন্দির, (২) মুখশালা (৩) নাট মন্দির (৪) ছত্রভোগ মণ্ডপ নাট মন্দিরের পূর্ব্ব সীমানায় ও ছত্রভোগ মণ্ডপের সম্মুখে শ্রীগরুড় স্তম্ভ-বিরাজিত। উচ্চস্তম্ভে করযোড়ে স্তূতিরত শ্রীগরুড়ের মূর্ত্তি বিদ্যমান। মূল মন্দিরের গর্ভ গৃহস্থ বেদীকে 'রত্নবেদী' বলে। এই রত্ন বেদীর উপর শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলভদ্র ও শ্রীসুভদ্রাদেবী বিরাজিত রত্নবেদীর পর যে গর্ভ মন্দিরের দ্বার আছে এবং তৎপরে যে চন্দন অর্গল অর্থ্যাৎ চন্দন কাষ্ঠে নির্মিত সাধারনের পথ রোধক অর্গল দেখা যায়, তাহারই মধ্যবর্তী স্থান 'মুখশালা' নামে পরিচিত। তৎপরে নাট মন্দির। তথায়—দর্শনার্থিগন সমবেত ও সংকীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়। নাট মন্দিরের পর ছত্রভোগ মণ্ডপ, ছত্র ভোগ মণ্ডপে কেবল মাত্র বিভিন্ন মঠাধারিগন ও সাধারনের বরাত দেওয়া ভোগ অনুষ্ঠিত হয়। আর রাজ প্রদত্ত ভোগ মূল মন্দির মধ্যেই হয়। রত্নবেদীর মধ্যে শ্রীজগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রা দেবী সহ শ্রীসুদর্শন

চক্র, শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীসরস্বতীর শ্রীমূর্ত্তি বিদ্যমান। মূলমন্দির মালার উত্তরে ও দক্ষিনে পার্শ্ব মন্দির সমূহ বিরাজমান। দক্ষিনে শ্রীমদন মোহন মন্দির ও শ্রীলক্ষ্মীদেবীর মার্জন মণ্ডপ।

এখানে প্রতি বৃহস্পতি বারে শ্রীলক্ষ্মীদেবী স্নান করেন। উত্তর পার্শ্বে 'ভাণ্ডার লোকনাথের' মন্দির। এতদ্ব্যতীত উত্তর পার্শ্বে—'দেউল করনের' কার্য্যলয় বিদ্যমান। দেউলকরন 'মাদলাপঞ্জী' দেখিয়া প্রত্যহ তিথি নক্ষত্র অনুযায়ী পূজাদির বিধান প্রদান করে মূল মন্দিরের উত্তর, পশ্চিম দক্ষিনে তিনটি পিঢ় দেউল। এই তিনটি মন্দির মূল মন্দিরের গাত্রে উচ্চভাগে সংলগ্ন আছে। ইহাতে যথাক্রমে শ্রীবরাহ, শ্রীনৃসিংহ ও শ্রীবামনদেব অবস্থিত। মূল মন্দিরের দক্ষিণ পূর্ব্বভাগে উচ্চ প্রদেশে শ্রীষড়ভূজ মহাপ্রভু বিরাজিত। মূল মন্দির উচ্চতায় ২০০ ফুট ও পরিধিতে ৪ কুট বলিয়া কেহ কেহ নিরূপন করেন। নীল চক্র নামক সুদর্শন চক্রটি অষ্টধাতু নির্মিত, প্রতি একাদশীর রাত্রিতে জগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দিরের শিখরদেশে নীল চক্রের নিম্নে ভোগ মন্দির ও নাট মন্দিরের চূড়ায় তিনটি ঘৃত প্রদীপ প্রদান করা হয়। উহাদিগকে মহাদীপ বলা হয়।

শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের প্রথম প্রাকার অতিক্রম করিতে হইলে চারিদিকে চারটি দ্বার আছে প্রধান দ্বার অরুন স্তম্ভের সম্মুখে অবস্থিত। তাহাই পূর্ব্বদ্বার বা সিংহদ্বার। ঐ দ্বারের সর্ম্মুখে দুইটি প্রকাণ্ড সিংহমূর্ত্তি বিরাজমান। পশ্চিমে দ্বার ব্রাঘ্রদ্বার, উত্তরে দ্বার হস্তিদ্বার, দক্ষিনে দ্বার অশ্বদ্বার নামে পরিচিত। দক্ষিণ দ্বারের অভ্যন্তরে দুইপার্শ্বে দুইটি ক্ষুদ্রকায় অশ্বমূর্ত্তি ছিল। বর্ত্তমানে একটি ভগ্ন হইয়াছে। পশ্চিমদ্বার খঞ্জাদ্বার নামে পরিচিত। কারন এই দ্বারের মধ্যদিয়া খঞ্জা অর্থাৎ ভোগের বিবিধ দ্রব্য শ্রীমন্দিরের ঘেরার মধ্যে আনীত হয়।

পূর্বদ্বার বা সিংহ দ্বারের প্রথম তোরনে প্রবেশের পথে দক্ষিণ দিকে পতিত পাবন শ্রীজগন্নাথ, শ্রীসুগ্রীব, এবং বামভাগে 'ফাতে হনুমান' ও গনেশ মূর্ত্তি আছেন। তৎপরে বাইশ পাহাচের তৃতীয় সোপানে শ্রীকাশী বিশ্বনাথের মন্দির, কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে বামভাগে শ্রীনৃসিংহদেব বিদ্যমান। শ্রীগৌরসুন্দর ইহাঁরই সম্মুখে নৃত্য গীত করিয়া ছিলেন। পশ্চিমদ্বারের প্রবেশ পথে দক্ষিন দিকে শ্রীরামেশ্বর মহাদেব, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীদ্বারিকানাথ ও শ্রীবদ্রীনাথ এই চারিধামের ঈশ্বর বিরাজমান। পশ্চিম দ্বারের দ্বিতীয় তোরনে প্রবেশ পথে বাম ও দক্ষিন উভয় দিকে শ্রীজগন্নাথ দেবের 'ফুল তোটা বা ফুলের বাগান আছে। বাগানের পূর্ব উত্তর কোনে একটি গৃহে বিগ্রহের পুষ্প মালিকা ও আভরনাদি নির্মিত হয়। বাগানের ভিতরে দক্ষিন দিকে চক্র নারায়ন ও সিদ্ধেশ্বর, আর বামদিগের বাগানে প্রবেশ পথে ধবলেশ্বর মহাদেব বিরাজিত। উত্তর দ্বারের প্রথম তোরন অতিক্রম করিয়া প্রবেশ পথে দক্ষিনে শীতলাদেবীর মন্দির ও তৎ সংলগ্ন চত্বরে 'সোনার কূপ'। এই কূপ হইতে একশত আট কলসী জল লইয়া স্নান যাত্রা দিবসে শ্রীজগন্নাথদেবে স্নান করান হয়। এই কূপ সারাবৎসর অব্যবহৃত থাকে। স্নান যাত্রা পূর্ব দিবস সংস্কার করা হয়। উত্তর দ্বারের দ্বিতীয় তোরনের সংলগ্ন পূর্ব দিকের একটি দ্বার অতিক্রম করিলে একটি বিস্তৃত বটবৃক্ষ দৃষ্ট হয়। এই বেষ্টনের মধ্যে একটি উচ্চস্থানে 'কৈবল্য—বৈকুণ্ঠ নামক একটি স্থান আছে। কিংবদন্তী পূর্ব্বে শ্রীনীল মাধব এই স্থানে ছিলেন।

দক্ষিনদ্বার দিয়া প্রবেশের মুখেই দক্ষিন দিকে উত্তরাভিমুখী শ্রীনৃসিংহদেব। শ্রীবাসুদেব রামানুজ দাসের প্রতিষ্ঠিত তৎপরে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া পশ্চিমাভিমুখী ষড়ভূজ মহাপ্রভু একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত, ইহার ঠিক বরাবর পশ্চিম দিকে শ্রীবাসুদেব রামানুজ দাসের ভজন গৃহ।

ইহার মধ্যে সাতভাই হনুমান আছেন। আরও অগ্রসর হইয়া দ্বিতীয় তোরণে উপনীত হইবার পূর্ব্বে দক্ষিন দিকে শ্রীজগন্নাথদেবের রন্ধনশালা ও বাম হস্তে শ্রীবুড়ীমা ঠাকুরানী পূর্বাভিমুখিনী হইয়া বিরাজমান। তৎ-সংলগ্ন স্থানে শ্রীজগন্নাথ দেবের ফুল বাগান দৃষ্ট হয়।

সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়াই উচ্চ বেদীর উপরে পূর্ব্বাভিমুখে পতিত পাবন শ্রীজগন্নাথ মূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। সিংহদ্বারে প্রবেশ না করিয়া রাজপথ হইতেই এই শ্রীমূর্ত্তির দর্শন লাভ হয়। সিংহদ্বার হইতে শ্রীমন্দিরের দ্বিতীয় বেষ্টনের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে বাইশটি সোপান অতিক্রম করিতে হয়। তাহাকেই বাইশ পাহাচ বলে। অরুনস্তম্ভের চত্বর হইতে দ্বিতীয় প্রাকারের তোরণ পর্য্যন্ত অথব আনন্দ বাজারের প্রবেশের তোরণ পর্যন্ত বাইশটি সোপান রহিয়াছে। রাজপথ হইতে শ্রীমন্দির বহু উচ্চে অবস্থিত। বহিঃ প্রাকারের পর এই বাইশটি সোপান অতি ক্রম পূর্ব্বক উচ্চে উঠিয়া শ্রীমন্দিরের চত্বরে উপনীত হওয়া যায়। তথা হইতে আবার কতিপয় সোপান অতিক্রম করিয়া নাট্য মন্দিরে প্রবেশের দক্ষিন ও উত্তর দ্বার দিয়া যাত্রিগন জগমোহন প্রবেশ করে। চতুদ্বার দিয়া মন্দিরের দ্বিতীয় প্রাকারের অন্তর্গত চত্বরে উঠিবার জন্য সকল দিকেই সোপান আছে। কিন্তু সিংহদ্বারের পর যে বাইশটি সোপান তাহা সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃত। ফলকামিগন সন্তান কামনায় ও ভক্তি-কামীগন বৈষ্ণবের পদধূলিতে গড়াগড়ি দিতে দিতে দ্বিতীয় প্রাকার অতিক্রম করিয়া ছত্রভোগ মন্দিরের নিম্নে সষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন। তৎপরে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের শ্রীচৈতন্য মূর্তি ও শ্রীচৈতন্য চরণ চিহ্ন দর্শন করতঃ নাট্য মন্দিরের দক্ষিণদ্বার দ্বার দিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ পুর্বক গরুর স্তম্ভের পশ্চাতে থাকিয়া শ্রীজগন্নাথ দেবের দর্শন প্রার্থনা করেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমন্দিরে প্রবেশকালে প্রত্যহ সিংহদ্বারের উক্ত বাইশ পাহাচের তলে গর্ত্ত মধ্যে পাদপ্রক্ষালন করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিতেন।

সিংহদ্বারে উত্তর দিকে কপাটের আড়ে।
"বাইশ পাহাচ তলে আছে এক নিম্ন গাড়ে॥
সেইগাড়ে করেন প্রভু পাদ প্রক্ষালনে।
তবে করিবারে যায় ঈশ্বর দরশনে॥

ভোগ মণ্ডপে রন্ধন শালা হইতে ভোগ আনয়ন করিবার জন্য যে আবৃত পথ আছে। সেই পথের সংলগ্ন স্থানে দক্ষিন দিকে পুর্ব দক্ষিন কোনে শ্রীঅ-গ্নীশ্বর মহাদেব পাতালে বিরাজমান। কথিত আছে। শ্রীজগন্নাথ দেবের ভোগরন্ধনের জন্য যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। তাহা পর্য্যবেক্ষন করেন। তাহার দক্ষিনে কল্পবটের নিকটে কয়েকটি দেব মন্দির রহিয়াজে।

১) সত্য নারায়ন, ইহার বানে লক্ষ্মী, দক্ষিনে বিজয়া, নিম্নে গরুড়, ২) বট গোপাল—শ্রীরাধা গোবিন্দ বিগ্রহ। ৩) বটবিহারী শ্রীরাধা কৃষ্ণ। ৪) শ্রীবট কৃষ্ণ। ৫) বালমুকুন্দ। ৬) হরিসহদেব শিব—ইনি শ্রীজগন্নাথ দেবের যাবতীয় গোধনের পর্য্যবেক্ষক। ৭) বট বিহারী জগন্নাথ। ৮) শ্বেতগনেশ ইনি কল্পবট বৃক্ষের ছায়ার নিম্নে একটি মন্দিরে অবস্থিত। ৯) কল্পবট—কল্পবট নামক একটি সুবিস্তৃত বটবৃক্ষ শ্রীজগন্নাথ দেবের নাট্য মন্দিরের দক্ষিন দ্বারে প্রবেশ করিবার চত্বরোপরি উচ্চ বেদীতে ও মুক্তি মণ্ডপের সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত।

পঞ্চপাণ্ডব শিব—মার্কণ্ডেয়, লোকনাথ, কপাল মোচন' নীলকণ্ঠ ও যমেশ্বর—এই পঞ্চশিবের পাঁচটি মন্দির। ইহারা পঞ্চ পাণ্ডবের পূজিত। ১০) বট মঙ্গলা—দেবীমূর্ত্তি, কল্পবটের চতুর্দ্দিকে শ্রীজগন্নাথ দেবের এই সকল পার্শ্ব দেবতা বিরাজিত। শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন দক্ষিনে শ্রীবটবলভদ্র (শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির) বিরাজমাম।

শ্রীমন্দিরের উত্তর পূর্ব্বদিকে মহাপ্রসাদ বিপনী বা আনন্দ বাজার অবস্থিত এখানে জগন্নাথদেবের বিভিন্ন প্রকার ভোগের অন্ন মহাপ্রসাদ

ছাপান্ন ভোগের মিষ্টি প্রসাদি বিক্রয় হয়। বাজারের বেষ্টনীর মধ্যে রাজ ভোগের প্রসাদ বিক্রয়ের একটি দোকান রহিয়াছে। ভোগ সাধারনতঃ দুই প্রকার কোটি ভোগ ও ছত্রভোগ। কোঠভোগ শ্রীমন্দিরের অর্থভাণ্ডার ও রাজভবন হইতে প্রদত্ত হয়। আর ছত্রভোগ পুরীর বিভি। মঠে ও ব্যক্তিগত অর্থে সম্পন্ন হয়। কোঠভোগ রাজা অথবা মন্দিরাধ্যক্ষগন প্রাপ্ত হন। ইহার কিয়দংশ মন্দিরের সেবক ও পুজারি-গনকে প্রদান করা হয় এবং অবশিষ্ট প্রসাদের বিক্রয় লব্ধ অর্থ রাজার অর্থ ভাণ্ডারে যায়, শ্রীমন্দিরের দক্ষিন পূর্বাংশে শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগ-রন্ধম গৃহ। যাহাতে নির্দ্দিষ্ট সুপকারগন মৃন্ময় পাত্রে ভোগরন্ধন করেন এবং আবৃত পথের মধ্য দিয়া শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে কিংবা ছত্রভোগ মণ্ডপে লইয়া যায়। ভোগরন্ধন কালে ও ভোগ লইয়া যাইবার সময় মুখগহ্বর ও নাসিকরন্ধ্র বস্ত্র দ্বারা আবৃত্ত করিয়া রাখে, যাতে ভোগ নিবেদনের পূর্ব্বে ভোগবস্তুর ঘ্রান নাসিকায় না যায়। ছত্রভোগ মণ্ডপে যখন ভোগ হয়, তখন ভোগগৃহের দ্বার উন্মুক্ত থাকে। তিনজন পূজারী উত্তরাভিমুখী হইয়া ভোগ নিবেদন করেন এবং শ্রীভগবান দৃষ্টি দ্বারা দূর হইতে সেই ভোগ গ্রহন করেন।

তখন জগমোহন বা নাট মন্দিরের মধ্যে সাধারন দর্শকগন দুইপার্শ্বে শ্রেনী-বদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে, কিন্তু উপবেশন বা গমনাগমন করিতে পারিবে না। কোঠ ভোগের সময় মূল মন্দিরের অভ্যন্তরের ভোগশালায় ভোগ হয়। তখন ভোগ মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ থাকে এবং বাদ্য বাজিতে থাকে।

শ্রীজগন্নাথের সেবক রাজবৃন্দ

শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ বহুকাল শ্রীজগন্নাথ দেবের পূজা করিবার পর স্বধামে গমন করিলে কলিযুগারম্ভে বহু রাজা ভূ সম্পত্তি আদি প্রদান করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের সেবার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন। সেসকল রাজর্ণ বর্গের নাম যথা— ১) চূড়ঙ্গদেব, ২) বিড়গঙ্গ, ৩) এক জটা কামদেব, ৪) মদন মহাদেব, ৫) রাজ রাজেশ্বরদেব, ৬) ছোট পুরুষোত্তম দেব, ৭) অনঙ্গ ভীমদেব, ৮) লাঙ্গলা নরসিংহ দেব, ৯) কবিনরসিংহ ১০) মাতা বিরজাদেই, ১১) দ্বিতীয় ভানুদেব, ১২) দ্বিতীয় প্রতিভানু, ১৩) বীর বাসুদেব, ১০) কপিলদেব (১৪৩৫ - ৭০ খৃষ্টাব্দ) ১৫) শ্রীপুরুষোত্তমদেব (১৪৭০ - ৯৭ খৃষ্টাব্দ) ১৬) প্রতাপ রুদ্র দেব (১৪৯৭ - ১৫৪১ খৃষ্টাব্দ)। শ্রীঅনঙ্গ ভীম জগন্নাথদেবের কৃপা প্রভাবে সমস্ত শ্রীক্ষেত্রকে বিষ্ণু তাঁহার পার্শ্ব দেবতাগনের মন্দির দ্বারা বিভূষিত করতঃ তজ্জন্য বহু সম্পত্তি অর্পন করেন। বর্ত্তমানে যে শ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা শ্রীঅনঙ্গ ভীমের দ্বারাই প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষের উপর নির্মিত। ইহা ব্যতীত মার্কণ্ডেশ্বর, চক্রতীর্থ, যমেশ্বর, শ্বেত মাধব, মৎস্য মাধব, শ্বেতগঙ্গা, উগ্রসেন মাধব, রুক্মিনী মাধব, দক্ষিন কালিকা, চামুণ্ডা, মরীচিকা দেবী, সর্ব্বমঙ্গলা। শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির, বালি নৃসিংহ, নীল মাধব, নীল কণ্ঠেশ্বর, ইন্দ্রদ্যুম্ন, আনমাণ্ডী, সাহিস্থিত দেবদেবী ও ব্রহ্মপুর মঠাদি প্রতিষ্ঠা ও সেবার জন্য ভূ-সম্পত্তি প্রদান করেন।

—

শ্রীক্ষেত্রে বিরাজিত তীর্থ

পঞ্চতীর্থ—শ্রীক্ষেত্রে বিরাজিত পঞ্চ তীর্থের নাম—চক্রতীর্থ, স্বর্গদ্বার, শ্বেতগঙ্গা, মার্কণ্ডেয় ও ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর। এতদ্বিষয়ে একটি শাস্ত্র বলে—

মার্কণ্ডেয়া বটেঽকৃষ্ণে রৌহিনেয়ে মহাদধৌ।
ইন্দ্রদ্যুম্নে নরঃ স্নাত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

মার্কেণ্ডের অবটে অর্থ্যাৎ মার্কণ্ডেয় সরোবরে, অকৃষ্ণে অর্থ্যাৎ রোহিনী কুণ্ডে মহাসমুদ্রে ও ইন্দ্রদ্যুম্নে—এই পাঁচটি তীর্থে স্নান করিলে মনুষ্যের পুনঃজন্ম হয়না।

।। চক্রতীর্থ ।।

শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে বালগুণ্ডি নালার (বাঁকা মোহানায়) তীরে চক্রতীর্থ অবস্থিত। এই স্থানেই শ্রীদারুব্রহ্ম ভাসিয়া আসিয়া ছিলেন। এইস্থানে প্রস্তরময় সুদর্শনচক্র একটি বেষ্টনীর মধ্যে পুজিত হইয়া থাকে। এই চক্রের অদূরে একটি কুণ্ড। সেইকুণ্ডে সব সময় জল থাকে এবং ফলকামীগন এইস্থানে শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকে। ইহার সন্নিকটে সমুদ্রসৈকত পর্ব্বতোপতি শ্রীচক্রনারারণ চতুর্ভূজ শ্রীবিষ্ণু মূর্ত্তি বিরাজিত। শ্রীচক্র নারায়নের পশ্চিম ভাগে শ্রীলক্ষ্মী নারায়ন এ পূর্বদিকে শ্রীঅনন্ত নারায়ন। এই তিন বিষ্ণু বিগ্রহের বক্ষস্থানে শ্রীলক্ষ্মীদেবী বিরাজমান। ইহার অদূরে একটি মন্দিরে শ্রীহনুমানজী বেরি হনুমান নামে প্রসিদ্ধ। সমুদ্র যাহাতে আর অগ্রসর না হয় তাহা দৃষ্টি রাখিবার জন্য শ্রীজগন্নাথদেব হনুমামজীকে প্রহরীর কাজে নিযুক্ত রাখিয়াছেন। কিন্তু একদা হনুমানজী লাড্ডু খাওয়ার লোভে সেবাকার্য্যে উদাসিন্য করিয়া অযোধ্যায় গমন করিলে শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহাকে অযোধ্যা হইতে আনিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, ইনি

"দরিয়া মহাবীর" নামে খ্যাত। ইনি চক্রতীর্থ দারিয়ার নিকটে অবস্থিত।

—

॥ স্বর্গদ্বার ॥

এখানে ব্রহ্মা ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার প্রার্থনায় দেবতাগনসহ এইস্থানে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন। অবতরন স্থানের নিদর্শন স্বরূপ একটি প্রস্তর খণ্ড এইস্থানে প্রোথিত রহিয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে স্বর্গের সিড়ি বলেন।

—

॥ শ্বেতগঙ্গা ॥

স্বর্গদ্বার হইতে শ্রীমন্দিরে যাওয়ার পথে বামদিকে ও মন্দিরের দক্ষিণ দিকে গলির ভিতরে শ্বেতগঙ্গা তীর্থ বা কুণ্ডটি অবস্থিত। ইহার দক্ষিণতটে শ্রীগঙ্গা মাতার মঠ। উৎকল খণ্ডে বর্ণিত রহিয়াছে যে ত্রেতাযুগে শ্বেত নামক এক রাজাইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার প্রবর্ত্তিত পদ্ধতিকে শ্রীজগন্নাথ দেবের ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। একদা প্রভাতে পূজাকালে দেবপ্রদত্ত উপহার সমূহ দেখিয়া ভাবিলেন জগন্নাথদেব কি আমার প্রদত্ত উপহার গ্রহন করিবে, ইহা চিন্তা করিতে করিতে শ্রীমন্দিরের দ্বারদেশে বসিয়া দেখিলেন, শ্রীলক্ষ্মীদেবী তাঁহার প্রদত্ত উপহার শ্রীজগন্নাথ দেবকে পরিবেশন করিয়া পরিতৃপ্ত করিতেছেন. ইহা দেখিয়া রাজা কৃত কৃতার্থ হইলেন. শ্রীজগন্নাথদেবে অত্যন্ত প্রীত হইয়া সেই শ্বেত নৃপতিকে বর দিলেন, যে তিনি অক্ষয় বট ও সাগরের মধ্যবর্ত্তী মুক্তিক্ষেত্রে শ্রীভগবানের সন্মুখে 'শ্বেত মাধব' নামে বিখ্যাত হইবেন। উক্ত শ্বেত মাধবের নামানুসারে এই দীঘিকার নাম 'শ্বেতগঙ্গা' হইয়াছে। এখানে ভক্ত শ্বেত মাধব ও ভগবান শ্রীমৎস্য মাধবের শ্রীমূর্ত্তি এবং সরোবরের তীরে নবগ্রহের মূর্ত্তি বিরাজমান।

—

শ্রীমার্কণ্ডেয় সরোবর

শ্রীমার্কণ্ডেয় সরোবর শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। প্রলয়কালে মার্কণ্ডেয় মুনি প্রলয় পয়োধিজলে ভাসিতে ভাসিতে শ্রীক্ষেত্রে একটি বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন তৎসমীপস্থ একটি বালক 'মৎসমীপে আগমন কর' এইরূপ বলিতেছে শুনিয়া চিন্তান্বিত মার্কণ্ড শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণকে দর্শন লাভ করিলেন। মার্কণ্ড তাঁহার স্তব করিলে তিনি বলিলেন বটবৃক্ষের উর্দ্ধে প্রদেশে পত্র পুটকে যে বালক শায়িতআছেন তাহাকে দর্শন কর। তাঁহার বিস্তৃত বদনে তুমি অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে। মার্কণ্ড আজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিয়া মুখগহ্বরে ব্রহ্ম সৃষ্ঠ সমস্ত বস্তু দর্শন করতঃ তথা হইতে বাহিরে আসিয়া শ্রীপুরুষোত্তমকে দর্শন করেন। ভগবান বলিলেন—এই ক্ষেত্র নিত্য; ইহাতে প্রলয় নাই।' মার্কণ্ডেয় শ্রীপুরুষোত্তমের আদেশে বটবৃক্ষের বায়ুকোনে মার্কণ্ডেয় ঘাট নির্ম্মান করিয়া তৎপ্রিয় তম শিবের আরাধনা করেন। এই স্থানে শ্রীমার্কণ্ডেয়েশ্বর ও নীলকণ্ঠেশ্বর শিব বিদ্যমান। আর হ্রদের পূর্ব্বতীরে মার্কণ্ডেয় বট বিরাজিত ছিল।

শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর

শ্রীগুণ্ডিচা মন্দিরের উত্তর দিকে অনতিদূরে এই সুবৃহৎ সরোবর অবস্থিত। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের অশ্বমেধ যজ্ঞে গোদান উপলক্ষ্যে গো সমূহের খুর দ্বারা যে সকল স্থান গর্ত্ত হইয়াছিল, তাহাই দান কালে হস্তচ্যুত জল ও গোসমূহের মূত্রে পূর্ণ হওয়ায় উক্ত তীর্থের উৎপত্তি হয়। শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের তীরে শ্রীনীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দির রহিয়াছে।

শ্রীনরেন্দ্র সরোবর

শ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দিরের প্রায় এক মাইল দূরে উত্তর পূর্বাংশে শ্রীনরেন্দ্র সরোবর নামান্তর শ্রীচন্দন পুকুর অবস্থিত। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা শ্রীজগন্নাথ দেবের চন্দন যাত্রার উদ্দেশ্যে এই দীঘিকা খনন করেন। এই জন্য ইহার নাম 'নরেন্দ্র সরোবর'। এই নরেন্দ্র সরোবরে শ্রীজগন্নাথ দেবের বিজয় বিগ্রহ শ্রীমদন মোহনের স্বীয় মন্ত্রী শ্রীলোকনাথ মহাদেবের সহিত অক্ষয় তৃতীয়া হইতে জৈষ্ঠমাসের শুক্ল অষ্টমী তিথি পর্য্যন্ত নৌকাবিলাস করেন।

আঠার নালা

আঠার নালা পুরীধামে প্রবেশ করিবার যে সেতু রহিয়াছে, তাহাকে আঠার নালা বলে। ইহাতে আঠারটি খিলান রহিয়াছে। কিংবদন্তী রহিয়াছে যে—মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন এই সেতু নির্মান কালে শতচেষ্টা করেও যখন বিফল হইলেন ; তখন শ্রীজগন্নাথ দেবের আদেশ ক্রমে স্বীয় অষ্টাদশ পুত্রের মস্তক এই নদীগর্ভে প্রদান করতঃ সেতু নির্মানে সমর্থ হন।

শ্রীযমেশ্বর

শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথ দেবের দ্বারপাল স্বরূপ পঞ্চ শ্রীশিব মূর্ত্তি বিদ্যমান। ১) যমেশ্বর ২) নীলকণ্ঠেশ্বর ৩) লোকনাথ ৪) কপ্যাল মোচন ৫) মার্কণ্ডয়েশ্বর।

শ্রীযমেশ্বর—শ্রীহরির মূর্ত্তি। ইঁহার সম্মুখে গরুড়স্তম্ভ ও বৃষস্তম্ভ বিরাজিত। যমেশ্বর মূর্ত্তি উত্তরে পার্ব্বতী দেবীর মন্দির। শ্রীহরিহর

মূর্ত্তি বিভিন্ন উৎসবে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে আগমন করেন। শ্রীহরিহর মূর্ত্তি ধাতুময়ী চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। উক্ত মূর্ত্তির বাম উর্দ্ধ হস্তে শঙ্খ, বাম নিম্ন হস্তে চক্র, দক্ষিন নিম্ন হস্তে ডমরু, উর্দ্ধ দক্ষিন হস্তে ত্রিশূল, বাহন স্বরূপ গরুড় ও বৃষ বিদ্যমান। এই যমেশ্বর মন্দির সংলগ্ন দক্ষিনে 'যমেশ্বর টোটা বাবাগান ছিল। তথায় পণ্ডিত গদাধর শ্রীগোপীনাথ সেবা স্থাপন করেন।

॥ শ্রীলোকনাথ মহাদেব ॥

শ্রীজগন্নাথ মন্দির হইতে দেড় মাইল পশ্চিমে শ্রীলোকনাথ মহাদেব অবস্থিত। লোকনাথের দুই পার্শ্বে দুইটি স্বর্ণ নির্মিত সর্প বিদ্যমান। তিনি সব সময় মন্দিরের জল নিমগ্ন থাকেন। ভক্তগন তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করেন। শিবরাত্রি দিবসে জল সিঞ্চন করিয়া পূজা করা হয়।

॥ শ্রীকপাল মোচন মহাদেব ॥

শ্রীমন্দিরের দক্ষিন দরজার সন্নিকটে শ্রীকপাল মোচন মহাদেবের মন্দিত বিরাজিত। কথিত আছে—ব্রহ্মার পঞ্চটি মস্তক ছিল; মহাদেব তাহার একটি ছেদন করেন। মস্তক ছিন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে মহাদেবের হস্ত সংলগ্ন হইলে; ব্রহ্মা ত্রিভুবন ভ্রমন করিয়া জগনাথের শরনাপন্ন হইলেন, তখনই ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইলেন। এইজন্য শ্রীকপাল মোচন নাম ধারন করিয়া শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান করতঃ শ্রীজগন্নাথদেবের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীআলাল নাথ

শ্রীক্ষেত্র হইতে সমূদ্রের তীরে তীরে ছয় ক্রোশ দক্ষিনে ব্রহ্মগিরি বা আলাল নাথ বিরাজিত। এইস্থানে ব্রহ্মা সত্যযুগে ভগবান বিষ্ণুর উপাসনায় মগ্ন ছিলেন। ব্রহ্মার তপস্যার স্থান বলিয়া এই স্থানের নাম ব্রহ্মগিরি। শ্রীআলাল নাথ সুদর্শন চতুর্ভূজ মূর্ত্তি। ইহার দক্ষিণ দিকের নিম্ন হস্তে পদ্ম, উর্দ্ধ হস্তে চক্র, বামদিকের উর্দ্ধ হস্তে শঙ্খ ও নিম্নে গদা বিরাজিত। শ্রীমন্দির মধ্যে শ্রীআলাল নাথের সহিত লক্ষী-সরস্বতী-রুক্মিনী - সত্যভামা - ললিতা ও বিশাখা দেবী বিরাজিতা। শ্রীমন্দির সংলগ্ন - ভোগমন্দির নাট্য মন্দির ও জগ মোহন বিদ্যমান। শ্রীমন্দিরের বিগ্রহ যাত্রাদি মহোৎসবে কোথাও বাহির হন না। তাই বিজয় বিগ্রহ শ্রীমদন মোহন, শ্রীবলরাম, শ্রীকৃষ্ণ, পতিত পাবন আলালনাথ, বিরাজিত। যে সকল নিজকুলোদ্ভব ব্যক্তির মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ অধিকার নাই, তাঁহারা মন্দিরের বহির্দেশ হইতেই পতিত পাবন আলালনাথ শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করেন। শ্রীমন্দিরের পশ্চিমদিকে 'চন্দন পুকুরটি' পশ্চিমা পুষ্করিনী নামে খ্যাত। জ্যৈষ্ঠী পূর্নিমায় পতিত পাবন জগন্নাথে স্নান যাত্রা হয়। রথযাত্রা হয় না। শ্রাবনী পূর্নিমাতে বিজয় বিগ্রহ শিবিকারোহনে নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে বিজয় করেন। সেইস্থানে বিগ্রহের ভোগারতি, পরিক্রমা ও নৃত্যগীতাদি হইয়া থাকে। এই উৎসব "গমা পুর্ণিমা' যাত্রা নামে খ্যাত।

পূর্বে শ্রীমন্দিরের এক পার্শ্বে স্থানে স্থানে কতিপয় গোলাকার গর্ত বিশিষ্ট একটি বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড ছিল। সেই প্রস্তর খণ্ডটি 'মহাপ্রভুর সর্ব্বাঙ্গ চিহ্ন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীআলালনাথ বিগ্রহের সম্মুখে পুনঃ পুনঃ সষ্টাঙ্গ প্রনাম করিতেন। তাহাতে কঠিন প্রপ্রস্তরও শ্রীগৌর সুন্দরের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শে বিগলিত হইয়া এইরূপ চিহ্ন

যুক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে তত্পশি একটি মন্দির নির্মিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহা প্রভু মধ্যে মধ্যে আলাল নাথে গমন করিতেন এতদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের বর্ণন—

অনবসরে জগন্নাথ না পাঞা দরশন।
বিরহে আলাল নাথ করিলা গমন॥
গোপীভাবে বিরহে প্রভু ব্যাকুল হঞা।
আলাল নাথে গেলা প্রভু সবারে ছাড়িয়া॥

আলাল নাথের অনতিদূরে বেন্টদূরে রায় রামানন্দের ।আবির্ভাব স্থান। শ্রীক্ষেত্র হইতে আলাল নাথে পৌঁছাইবার এক মাইল অবশিষ্ট থাকিতে দুইপাশে প্রাচীন ভগ্নাশেষের স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার জন্মস্থান এখন লুপ্ত। কথিত আছে ভবানন্দ রায়ের ভ্রাতুষ্পূত্র গৌর পার্ষদ শিখি মাইতি। শিখি মাইতির ভগ্নি শ্রীমাধবী দেবী বেন্টপুরে শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ স্থাপন করেন:তদনুসারে বেন্টপুরের সংলগ্নস্থান 'গোপী নাথপুর' নামে খ্যাত।

শ্রীজগন্নাথদেবের বেশ

শৃঙ্গারী ও পুষ্পালক সেবকগন শ্রীজগন্নাদেবের বেশভূষা করেন। শ্রীভগবানের। বিভিন্ন লীলা অবলম্বনে সময়োচিত বেশ রচনা হয়। শ্রীজগন্নাথ দেবের বিজয় বিগ্রহ শ্রীমদন মোহন দেব ও শ্রীচন্দন যাত্রার সময় অনেক প্রকার বেশ ধারণ করেন। শ্রীজগন্নাথ দেবের বিজয়া শমীতে 'রাজবেশ', একাদশী হইতে পরবর্ত্তী দশমী পর্য্যন্ত একমাস 'শ্রীরাধা দামোদর বেশ', একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত "লক্ষ্মী নারায়ণ বেশ,' একাদশীতে লক্ষ্মী নারায়ন বেশ, দ্বাদশীতে 'বামন বেশ' ত্রয়োদশীতে ত্রিবিক্রম বেশ চতুর্দ্দশীতে 'নৃসিংহ বেশ" যদি চতুর্দ্দশী তিথি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তবে ঐ তিথিতে 'নাগার্জ্জুন বেশ" হয়। পূর্ণিমাতে রাজবেশ হয়। ইহাতে

স্বর্ণ নির্ম্মিত কেয়াফুল শ্রীবিগ্রহ ত্রয়ের মস্তকে দণ্ডায়মান করিয়া রাখা হয়। দ্বাদশীতে 'ত্রিবিক্রম' হয়। এই বেশে স্বর্ণ নির্মিত কেয়াফুল ও মধ্যে মধ্যে স্বর্ণ নির্মিত শাখা দ্বারা শ্রীবিগ্রহের মস্তকে শোভিত করা হয়। দ্বাদশীর দিন 'বঙ্কচূড়া বেশ' হয়। এই বেশে পুষ্পদ্বারা চূড়া তৈরী করিয়া মস্তকে বাঁকা করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়॥ চতুর্দ্দশীতে নৃসিংহবেশ ও পূর্ণিমায় রাজবেশ হয়।

অগ্রহায়ন মাস ওড়ন ষষ্ঠি হইতে শ্রীজগন্নাথের অঙ্গে শীতবস্ত্র দেওয়া হয়। মাঘমাসে বসন্ত পঞ্চমীতে শীতবস্ত্র উন্মোচন করা হয়। বসন্ত পঞ্চমীর পূর্ব্বে বুধ—বৃহস্পতি—শুক্রবারের মধ্যে যে দিন নীল বা কালো রং এর উত্তরীয় দেওয়া হয়, সেদিন রাত্রে বড় শৃঙ্গারের সময় বড়ছাতা মঠের অর্থানুকুল্যে 'পদ্মবেশ' নামে এক প্রকার বেশ রচনা হয়। শ্রীবিগ্রহ-গন সর্বরাত্রি এই বেশে ভূষিত থাকেন। মাঘী পূনিমায় 'গজোদ্ধারন' বেশ হয়। দোল পূর্নিমায় পূর্বে দশমী হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত। 'কুণ্ডল-বেশবা চাচেরী বেশ এবং দোলপূর্নিমায় রাজবেশ হয়। স্নানযাত্রা দিবসে 'হস্তিবেশ বা গনেশ বেশ হয়। অনবসরের শেষ দিন নব যৌবনবেশ এবং রথযাত্রা সমাপ্তির পর গুণ্ডিচা হইতে শ্রীমন্দিরে পেঁছাইলে রথে অবস্থান কালে 'রাজবেশ' হয়। জ্যৈষ্ঠিশুক্লা একাদশীতে শ্রীমদন মোহনের 'রুক্মিনী হরন বেশ' হয়। শ্রাবনী অমাবস্যায় 'চিতা লাগি বেশ' হয়। রথারোহ-নের পূর্বে শ্রীমুখের চিতা খুলিয়া রাখা হয়। শ্রাবনী আমাবস্যায় তাহা পুনরায় শ্রীমুখে প্রদান করা হয়। শ্রাবনী শুক্লাপঞ্চমীতে 'রাহুরেখালাগি বেশ' হয়। স্নানযাত্রার সময় কর্ণপত্র খুলিয়া রাখা হয়। তাহা এই দিবস কর্ণে দেওয়া হয়। শ্রীজন্মাষ্টমীর পর দশমী হইতে দ্বাদশী পর্য্যন্ত মহপ্রভুর বন ভোজনবেশ' কালীয় দমনবেশ ও প্রলম্ববধ বেশ হয়। তৎপর দিবস শ্রীজগন্নাথ দেব 'বামন বেশ' ধারন করেন।

শ্রীরথযাত্রা উৎসব।

শ্রীজগন্নাথ দেব রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিয়াছিলেন—আষাঢ় মাসের দ্বিতীয়া তিথিতে সুভদ্রা সহিত আমাকেও বলরামকে রথে আরোহন করাইয়া 'নবযাত্রা' উৎসব করিবেন। নবযাত্রা, গুণ্ডিচা যাত্রা, নন্দীঘোষ যাত্রা, পতিতপাবন যাত্রা ও মহাবেদী উৎসবই রথযাত্রার নামান্তত।

যে স্থানে আমার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল এবং যে স্থানে তোমার সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের 'মহাবেদী' রহিয়াছে; সেই গুণ্ডিচা মন্দিরে আমাকে সেই স্থানে রথারোহনে লইয়া যাইবে। বৈশাখমাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথি হইতে রথ নির্মান কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রতি বর্ষ উৎকল নৃপতিগন রথের কাষ্ঠাদি প্রেরন করেন। শ্রীমন্দিরের পূর্ব্বদিকে অরুনস্তম্ভ হইতে গুণ্ডিচা মন্দির পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত রাজপথ দিয়া রথ টানা হয়।

শ্রীজগন্নাথ—বলরাম—সুভদ্রার পৃথক রথ নির্মিত হয়। শ্রীজগন্নাথের রথের নাম—নন্দীঘোষ, ইহার চূড়ায় চক্র ও গরুড় অধিষ্ঠিত। ইহা ২৩ হাত উচ্চ, ৫হাত পরিধি বিশিষ্ট ও ১৬টি চাকা বিদ্যমান। শ্রীবলরামের রথ শ্রীজগন্নাথ দেবের রথ অপেক্ষা এক হাত ছোট। রথ শীর্ষে তাল চিহ্ন। এ জন্য ইহার নাম তালধ্বজ। উচ্চতা ১২ হাত, সাড়ে চার হাত পরিধি, ১৪টি চাকা। শ্রীসুভদ্রার রথের নাম পদ্মধ্বজ বা দবদলণ।

১১ হাত উচ্চ, ৪ হাত পরিধি, ১২টি চাকা। রথের চাকার উপরি ভাগ হইতে রথের চূড়া পর্য্যন্ত বিচিত্র বর্ণের বস্ত্রাদির দ্বারা সুশোভিত। রথের উপরে বিচিত্র বর্ণের পতাকা উড্ডীয় মান। রথের উপর অপূর্ব্ব আকারের ঘটকও তৎপশ্চাতে সারথি বা ডাহুক দৃষ্ট হয়।

ডাহুকের নির্দ্দেশে কাল বেড়িয়াগন রথ টানিয়া থাকে। রথে উত্তোলনের জন্য শ্রীমন্দির হইতে বিগ্রহ ত্রয়ের বিজয়কে পহাণ্ডি বিজয় বলে।

প্রথমে শ্রীবলরাম, তৎপরে শ্রীসুভদ্রা ও তৎ পশ্চাতে শ্রীজগন্নাথদেবের 'পহাণ্ডি' হইয়া থাকে। সুদর্শন চক্র শ্রীজগন্নাথ দেবের রথে অবস্থান করেন। শ্রীসুভদ্রা দেবীকে দয়িতাগন ক্রোড়াবলম্বনে, শ্রীজগন্নাথ ও বলরামকে রজ্জু দ্বারা আকর্ষন করিয়া রথে উত্তোলন করেন। ইহাদিগকে 'কাল বেড়িয়া' বলা হয়। ইহারা যাত্রীদের সঙ্গে রথ টানেন। পূর্বে উৎকল রাজা শ্রীজগন্নাথের রথে চৌদ্দশত, শ্রীবলরামের রথে বার শত ও শ্রীসুভদ্রা দেবীর রথে বারশত 'বেঠিয়া' নিযুক্ত করিতেন। পূর্বে সিংহদ্বার হইতে গুণ্ডিচা মন্দির যাইতে দুইতিন বা তদাধিক সময় লাগিত, এখন এক দিনেই সম্পন্ন হয়।

শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির হইতে গুণ্ডিচার মধ্যবর্ত্তী স্থলে বর্ত্তমান বলগণ্ডি নামক স্থানে পূর্ব্বে নদীস্রোত প্রবাহিত ছিল। বর্ত্তমানে তাহার অস্তিত্ব নাই। উহার এক তীরে গুণ্ডিচা মন্দির ও অপর তীরে অর্দ্ধাশনীর মন্দির ছিল। অর্দ্ধাশনীকে লোকে 'মাসীমা' বলে। কথিত আছে রথ যাত্রার কালে পূর্ব্বে ছয়টি রথ নির্মিত হইত। নৌকাযোগে নদীপার হইয়া শ্রীজগন্নাথ দেব ও গারের রথে আরোহন করতঃ গুণ্ডিচা মন্দিরে যাইতেন। বলগণ্ডির একদিকে বহু ব্রাহ্মন গনের বাস। অপর দিকে শ্রীজগন্নাথ বল্লভোদ্যান। উক্ত নদীর সৈকত 'সারধা' বলিয়া খ্যাত। মাতৃস্বসার নিকট তণ্ডুলকনা মিষ্টক ভোজন না করিয়া গুণ্ডিচা মন্দিরে গমন করেন না। দ্বিতীয়ায় রথ যাত্রা করিয়া নবমদিনে পুন যাত্রা করিলে একাদশীর দিনে পুন যাত্রা হইবে। এতদ্বিষয়ে পদ্মপুরান বচন—

> আষাঢ়স্য দ্বিতীয়ায়াং রথং কুর্য্যাৎ বিশেষতঃ।
> আষাঢ় শুক্লৈকাদশ্যাং জপ হোম মহোৎসবম্॥

আষাঢ় মমাসের শুক্লা দ্বিতীয়াতে রথযাত্রা করিয়া বিশেষতঃ শুক্লা একাদশীর দিনে পুর্ণযাত্রা করিতে হইবে।

শ্রীজগন্নাথদেবের অন্যান্য যাত্রা মহোৎসব

শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিয়াছিলেন—আমি জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় অবতীর্ণ হইয়াছি। ঐদিবস আমার পবিত্র জন্মদিন। সেই দিন আমার মহাস্নান ও পূজা করিয়া পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত আমার মন্দির বন্ধ থাকিবে। পু রায় আষাঢ়ী শুক্লা একাদশীতে আমার শয়ন, শ্রাবনী পূর্নিমায় বারোৎসব, ভাদ্র শুক্লা একাদশীতে আমার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন, কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশীতে আমার উত্থান, অগ্রহায়নী শুক্লা ষষ্ঠিতে শৃঙ্গার, পৌষ পূর্ণিমাতে পুষ্যাভিষেক, উত্তরায়ন মকর সংক্রান্তিতে মাঘোৎসব, ফাল্গুনী পূর্নিমাতে হিন্দোলোৎসব, চৈত্রী শুক্লা চতুর্দ্দশীতে দমনকার্পন ও বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়ায় চন্দন যাত্রা উৎসব যথারীতি অনুষ্ঠান করিবে।

শ্রীজগন্নাথ দেব বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষ্যে তাঁহার প্রিয় শ্রীজগন্নাথ বল্লভ উদ্যানে গমন কয়েন।

১। দমনক যাত্রা—চৈত্রী শুক্লা চতুর্দ্দশী তথা দমনক চতুর্দ্দশীতে দমনক পুষ্প বৃক্ষ চুরি করিবার জন্য গোপনে বিজয় করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহ শ্রীজগন্নাথ মন্দির হইতে প্রথমে শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যানে ঝুলন গৃহে বিরাজ করেন। তখন গন্ধর্ব পূজা ও ভোগ হয়। তৎপরে সেবকগন কোনবাদ্য না বাজাইয়া শ্রীবিগ্রহদ্বয়কে গোপনে শ্রীজগন্নাথ বল্লভ উদ্যানে লইয়া যান পূর্ব্ব হইতে সুসজ্জিত বারটি দমনক পূষ্প বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীহস্তে প্রদত্ত হয়। তৎপরে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

২। শ্রীবসন্ত পঞ্চমী—শ্রীবসন্ত পঞ্চমী দিবসে শ্রীদোল গোবিন্দ ও শ্রীলক্ষ্মী সরস্বতী শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির হইতে শ্রীজগন্নাথ বল্লভ মঠের

ঝুলন গৃহে আগমন করেন। তথায় ভোগরাগ হয়। আবির চন্দন, চুয়া প্রভৃতি অর্পন করার পর শ্রীদোল গোবিন্দ শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীজগন্নাথ বল্লভ মঠ শ্রীগুণ্ডিচা বাড়ী ও শ্রীমন্দিরের প্রায় মধ্যস্থলে দাণ্ডী মালসাহিতে অবস্থিত। পূর্বদিকে—বড়দাণ্ড; পশ্চিমে—মাকণ্ডেশ্বর উত্তরে চুড়ঙ্গ সাহি ও দক্ষিণে নরেন্দ্র সরোবর—ইহাই শ্রীজগন্নাথ বল্লভ উদ্যানের সীমানা। এই উদ্যান শ্রীজগন্নাথ দেবের অতীব প্রিয়। এই উদ্যান হইতে প্রত্যহই ফল পুষ্পাদি শ্রীমন্দিরে প্রেরিত হয়॥ শ্রীজগন্নাথ দেব গুণ্ডিচা বাড়ীতে নয় দিন অবস্থানকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ বল্লভ নামক পুষ্পারামে নয়দিন বিশ্রাম করিতেন।

জগন্নাথ বল্লভ নাম বড় পুষ্পারাম।
নয় দিন করেন প্রভু তাহাতে বিশ্রাম॥

৩) দশমী হইতে ত্রয়োদশী পর্য্যন্ত শ্রীদোল গোবিন্দ ও শ্রীলক্ষ্মী সরস্বতী শ্রীমন্দির হইতে আসিয়া শ্রীজগন্নাথ বল্লভ উদ্যানের সম্মুখে বড়দাণ্ডে দণ্ডায়মান হন। তখন জগন্নাথ বল্লভের মন্দিরের বারান্দা হইতে পণ্ডিভোগ (দূর হৈতে ভোগ) এবং আবির, চন্দন, চুয়া প্রভৃতি দেওয়া হয়। তৎপরে শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

৪) বেন্টযাত্রা—ফাল্গুন মাসে শ্রীরাম লক্ষ্মন শ্রীবিগ্রহ বড় দেউল হইতে শ্রীজগন্নাথ বল্লভ উদ্যানে বেন্টযাত্রা তথা শ্রীরাম লক্ষ্মনের মৃগয়া স্মৃতি করিবার জন্য আসেন। বেন্ট পুকুরের নিকট বারটি ডাব রাখিয়া বিগ্রহের হস্তে ধনুর্বান স্পর্শ করাইয়া উহা শিকার করেন।

৫) দুগ্ধমেলানে যাত্রা—পৌষ সংক্রান্তির দুইদিন পূর্ব্বে শ্রীরাম কৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ শ্রীমন্দির হইতে শ্রীজগন্নাথ বল্লভের উদ্যানের সমুখে আনিয়া বড়দাণ্ডে চন্দ্রাতপের তলে উপবিষ্ট হন। শ্রীজগন্নাথ বল্লভ হইতে একটি

দুগ্ধবতী গাভী আনিয়া শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে বাঁধিয়া রাখা হয়। তৎপরে 'মহাভোই' (গোয়ালা জাতি বিশেষ) নামক জাতির কোন ব্যক্তি গোদোহন করে। সেই কাঁচা দুধ ভোগ অন্তে শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

৬) শ্রীরাম নবমী হইতে সাতদিন পর্য্যন্ত শ্রীরামলক্ষ্মণ ও সীতাদেবী শ্রীমন্দিয় হইতে জগন্নাথ বল্লভ উদ্যানে আগমন করেন। তথ্যায় শ্রীরাম-লীলা সম্বন্ধীয় নাটক অভিনীত হন। নির্দ্দিষ্ট সেবকগন অভিনয় করেন। যখন যেরূপ লীলা হয়। তখন তদনুরূপ লীলার বিগ্রহগন বিজয় করেন। এই যাত্রায় দৈনিক পঞ্চাশ টাকা পণ্ডিভোগ হয়।

৭) শ্রীনিসিংহ চতুর্দ্দশী—তথা নৃসিংহ দেবের আবির্ভাব দিবসে শ্রীনৃসিংহ বিগ্রহ শ্রীমন্দির হইতে শ্রীজগন্নাথ বল্লভ উদ্যানে বিজয় করতঃ ভোগরাগ অন্তে শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

৮) পণা সংক্রান্তি তথা বিষুব সংক্রান্তি দিবসে উদ্যানের মধ্যে শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন পশ্চিমভাগে "আসন পুকুর" স্থানে শ্রীহনুমানজীর জন্মোৎসব হয়। পূর্ব্বে গ্রীষ্মকালে এইস্থানে তিনটি খট্টা পুষ্প—শয্যায় সুসজ্জিত করা হইত। শেষ মহান্তের পর হইতেই ইহা বন্ধ আছে।

— —

পাণ্ড্য বিজয় উৎসব

দক্ষিণাবর্ত্তে কেরল ও চোলরাজ্যের শেষভাগে পাণ্ড্যপ্রদেশে পাণ্ড্যবিজয় নামে রাজা ছিলেন। তাহার দেবেশ্বর নামে একজন মন্ত্রী ও পুরোহিত ছিলেন। রাজা মন্ত্রীর পরামর্শে বৌদ্ধদের হাত হইতে উৎকল রাজ্য অধিকার করিয়া শ্রীজগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা দেবীকে শ্রীমন্দির হইতে অন্যত্র লইয়া তথায় যথাশাস্ত্র অভিষেক ও উৎসবাদি করেন। সিংহাসন হইতে

রথারোহনকে "পাণ্ডাবিজয় বা পহাণ্ডিবলে। এখনও "পাণ্ড্য বিজয়" নামে একটি উৎসব শ্রীক্ষেত্রে হইয়া থাকে।

শ্রীচন্দন যাত্রা

শ্রীজগন্নাথ দেব শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিয়াছিলেন—বৈশাখ মাসের শুক্ল-পক্ষে অক্ষয় তৃতীয়া নাম্নী তিথিতে সুগন্ধি চন্দন দ্বারা আমার অঙ্গ লেপন করিবে।

তথাহি—উৎকল খণ্ডে ২৯ অধ্যায়—

বৈশাখস্য সিতে পক্ষে তৃতীয়াক্ষর সংজ্ঞিকা
তত্রমাং লেপয়েদ গন্ধলেপ নৈরতি শোভনম্ ॥

আজও তদনুসারে অক্ষয় তৃতীয়া হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল অষ্টমী তিথি পর্য্যন্ত প্রত্যহ শ্রীজগন্নাথ দেবের বিজয় বিগ্রহ স্বরূপ শ্রীমদন মোহন দেবকে শ্রীমন্দির হইতে বিমানে আরোহন করাইয়া শ্রীনরেন্দ্র সরোবর কূলে আনয়ন করা হয়। শ্রীমদন মোহন দেব স্বীয় মন্ত্রী শ্রীলোকনাথ মহাদেবাদি সহ সরোবরে নৌকাবিলাস করেন। শ্রীমদন মোহন দেবের শ্রীচন্দন যাত্রা অনুষ্ঠীত হয় বলিয়া শ্রীনরেন্দ্র সরোবরকে চন্দন পুকুর বলে।

শ্রীজগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা

ভগবান জগদীশ বলিয়াছেন যে স্বায়ম্ভুব মনুর সত্যাদি চতুর্যুগান্বিত দ্বিতীয়াংশে এবং সত্যযুগের ভগবদ্দর্শন প্রদ এই প্রথমাংশে স্বায়ম্ভুব মনুর যজ্ঞ প্রভাবেই তাঁহার আবির্ভাব তিনি জৈাষ্ঠি পুর্ণিমাতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীজগদীশের জন্মাদিবস শ্রীজগদীশকে অধিবাস পুরঃসর মহাস্নানবিধানুসারে মহাসমারোহে স্নানবেদীর উপর তাঁহার স্নান সেবা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীজগদীশ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিলেন—

সিন্ধুকুলে যে অক্ষয় বট রহিয়াছে, তাঁহার উত্তরে সর্ব্ব তীর্থময় এক কূপ বালুকাবৃত রহিয়াছে। আমি আবির্ভূত হইবার পুর্বেই স্নানের জন্য উহা নির্মান করিয়া র‍্যাখিয়াছি। চতুর্দ্দশী দিবসে ঐ কূপ পরিষ্কার করিবে। বিপ্রগন স্বর্ণকুম্ভ দ্বারা সেই সর্বতীর্থময় কূপ হইতে পুতজলে উত্তোলন করিয়া জ্যৈষ্ঠী পূর্নিমায় প্রাতঃকালে ব্রহ্মার সহিত শ্রীজগদীশ বলদেব, সুভদ্রার স্নান সেবা করিবে। আরও বলিলেন, মহাস্নান করাইয়া পঞ্চদশ দিবস অঙ্গরাগ বিহীন বিরূপাবস্থায় কদাচ দর্শন করিবে না।

ততঃ পঞ্চদশাহানি স্নানপিত্বা তুমাংনৃপ।
অচিত্রং বা বিরূপং বা ন পশ্যেত কদাচন॥

এইজন্য পঞ্চদশ দিন ভগবৎদর্শন হয় না। এই সময় কাল কে 'অনবসর কাল' বলা হয়। শ্রীজগমোহনের পার্শ্বস্থ 'খট শেষ গৃহে বা নিরোধন গৃহে এক পক্ষকাল অবস্থান করেন। ঐ সময় নরলীলা প্রক্রমে জ্বরলীলা প্রকাশ করেন। দায়িতা পতিগন জ্বর নিরাময়ের জন্য পাচন (মিষ্ট রসের পানা বিশেষ) ভোগ প্রদান করেন। অনবসর কালে প্রত্যহ মিষ্টান্ন ভোগ নিবেদিত হয়। ঐ সময় শ্রীবিগ্রহের অঙ্গরাগ হয়। অঙ্গরাগের পর বেশভূষার পর দর্শনদান কালে যে উৎসব হয়, তাহাকে নব যৌবন বা নেত্রোৎসব বলে। শ্রীজগন্নাথ দেবের স্নানমঞ্চ বহিঃ প্রাঙ্গন মধ্যে এত উচ্চে স্থাপিত যে বড়দাণ্ড (পুরীর প্রশস্ত রাজপথ) হইতেও যাত্রিগন জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হয়। বড় দেওলের মধ্যে ভিতর বেড়া ও বাহির বেড়াতে শ্রীজগন্নাথ উদ্যানে দুইটি ঘর রহিয়াছে। স্নান বেদীতে বিজয় করিবার সময় শ্রীবিগ্রহ যখন গৃহের নিকট উপনীত হন তখন তিন বিগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনপন্তি ভিতরে, ছয়পন্তি বাহিরে ও স্নান বেদীতে তিনপন্তি ভোগ হয়।

স্নানযাত্রা কালে বেদীতে 'পহণ্ডি' বিজয় করেন। তথায় সুদর্শনের সহিত শ্রীবিগ্রহত্রয়ের অষ্টোত্তর শত সুবর্ন কুম্ভপূর্ণ সুশীতল জলে মহা-স্নান হইয়া থাকে। ঐ সময় ব্রহ্মাদি দেবগন সুবাসিত সুর তরঙ্গিনীর জল শিরে বহন করিয়া মঞ্চস্থ শ্রীবিগ্রহের স্নান করান এবং জয়ধ্বনি প্রদানে স্তুতি করেন। দেবতাগন স্বচ্ছন্দে স্নানযাত্রা দর্শন করিতে পারে সেজন্য রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্নানযাত্রাকালে স্নান বেদীর পারিপার্শ্বিক স্থান-সমুহ চন্দ্রাতপ শোভিত ও মহা মরকত মানি খণ্ডিত সুবিস্তৃত আবরন বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিতেন।

অতঃপর শ্রীজগন্নাথ - বলরাম - সুভদ্রাদেবীকে স্নান মঞ্চে উত্তোলন কালে শ্রীজগন্নাথ দেবকে পট্ট বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া স্নান মঞ্চে উত্তোলন করা হয়। দক্ষিণ দিগবর্তী কূপ হইতে জল উত্তোলন করিয়া সুগন্ধি দ্রব্যে সুবাসিত করতঃ শ্রীজগন্নাথ - বলরাম - সুভদ্রাদেবীও সুদর্শনের স্নান করান হয়।

শ্রীহেরা পঞ্চমী

শ্রীরথ যাত্রার পরের পঞ্চমীকে 'হেরা পঞ্চমী' বলে শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীজগন্নাথের অণ্বেষণে গুণ্ডিচা মন্দিরে গমন করিয়া শ্রীজগন্নাথকে দেখিয়া আসেন। হেরা পঞ্চমী তিথিতে যমেশ্বর শিব ও দেবদাসীগনকে সঙ্গে লইয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবী নরেন্দ্র সরোবরের তীরে তীরে গুণ্ডিচা মন্দিরে প্রথম দ্বারে উপস্থিত হন। শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে দেখিয়া শ্রীজগন্নাথের দয়িতা সেবকগন ভোগ মন্দিরের দ্বার বন্ধ করিয়া দেন। ইহাতে শ্রীলক্ষ্মীদেবী ক্রোধান্বিত হইয়া বাহিরে চলিয়া আসেন এবং জগন্নাথের রথের একটি কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া দেন। তৎপর হেরা গোহিরী সাহীর মধ্যে অবস্থান করিলে তথায় তাঁহার ভোগ হয়। তথা হইতে শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীজগন্নাথ যেদিন বাহুরা বিজয় (উল্টোরথ) করেন, সেদিন রাজপ্রসাদ

সমীপে রথ আসিয়া পৌঁছিলে শ্রীলক্ষ্মীদেবী নিজ দাসীগন সহ পালকীতে করিয়া তথায় উপস্থিত হন। শ্রীজগন্নাথের গলার মালা শ্রীলক্ষ্মীদেবীর গলদেশে প্রদত্ত হইলে শ্রীলক্ষ্মী "বন্দাপনা" অর্থ্যাৎ শ্রীজগন্নাথ দেবের আরত্রিক করিয়া রথ পরিক্রমান্তে শ্রীমন্দিরে উপনীত হন।

নব কলেবর

সাধারনতঃ প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর শ্রীবিগ্রহগন নব কলেবরে প্রকটিত হন। কিন্তু এই নিয়ম সব সময় ঠিক থাকে না যে বৎসর আষাঢ় মাসের দুইটি পুর্ণিমা বা পুরুষোত্তম মাসের সঞ্চার হয়, কেবল সেই মাসেই শ্রীদারু ব্রহ্মের নব কলেবর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যে বৎসর আষাঢ় মাসে পুরুষোত্তম মাস (মলমাস বা অধিমাস) হইবে ঐ বৎসর বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে শুভদিনে শুভলগ্নে রাজ আজ্ঞায় বিদ্যাপতি বংশীয় ও বিশ্বাবসু বংশীয় নিষ্ঠাবান ব্যক্তিগন দারু অন্বেষনার্থ পবিত্র অরণ্যে গমন করিবেন। তাঁহাদের সহিত রাজ প্রতিনিধি কোন ব্যক্তি চতুর্বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও রাজপুরোহিত ও শিল্পবিদ্যা নিপুন শ্রেষ্ঠ সূত্রধরগন শ্রীজগন্নাথদেবের আজ্ঞা মালায় ভূষিত হইয়া যজ্ঞ সম্ভার সহ গমন করিবেন। তথায় চতুঃশাখাযুক্ত, সরল, কীট পতঙ্গাদির দংশন বর্জ্জিত, বৃহৎসর্প সমাকীর্ণ, আয়ত নিম্বদারু সংগ্রহ করিবেন। তাঁহার মূলদেশ গোময় জলের দ্বারা লেপন করিয়া চন্দন জলের দ্বারা প্রোক্ষন করিবেন। গরুড়ারূঢ় জগদীশের ধ্যান ও পূজা করিয়া দৃঢ় ভক্তি সহকারে তিন দিন বা একদিন উপবাস থাকিয়া রাত্রিতে স্বপ্নে ভগবদনুকূল বিষয় দর্শন পাইবেন। ব্রাহ্মনগন বেদাধ্যয়ন ও নাম সংকীর্ত্তন, কোন কোন সাধু মন্ত্ররাজের জপ করিতে করিতে ব্রত সমাপন করিবেন।

পরদিবস প্রভাতে নিত্যকর্মান্তে ব্রত সমাপন করিয়া ভগবৎ পূজা করিয়া দৃঢ় ভক্তি সহকারে সকলেই হবিষ্য গ্রহন করিবেন। আচার্য্য বৃক্ষের নিকটে গিয়া মন্ত্র রাজের জপান্তে চন্দন ও পুষ্প দ্বারা কুঠারের পূজা করিবে, ব্রাহ্মণগনের বেদ পাঠরত অবস্থায় আচার্য্য কুটার দ্বারা দারু ছেদন করিবেন। তারপর সূত্রধরগন নাম সঙ্কীর্ত্তন সহকারে মহাদারুকে ভুপাতিত করিয়া দুইখণ্ডে বিভক্ত করিবেন এবং শ্রীজগন্নাথের দুই খণ্ড, বলদেবের দুই খণ্ড, সুভদ্রার দুইখণ্ড ও সুদর্শনের এক খণ্ড, মাধবের এক খণ্ড ও সকলের নিমিত্ত অধিক দুই খণ্ড কল্পনা করিবেন, এই এইরূপে দ্বাদশ খণ্ড লইয়া তাহাদিগকে চৃতস্কোন করিবেন। শাখ, পত্র ও বল্কলাদি যাবতীয় খণ্ড একটি সুদীর্ঘ গর্ত্তে প্রোথিত করিবেন। চতুশ্চক্র বিশিষ্ট একটি যানে ঐ দারুগুলি সূক্ষ্ম বস্ত্রচ্ছাদিত ও পট্টরজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া ভক্তি সহকারে ছত্রধারণ ও চামর ব্যজন সহকারে আনয়ন করিবেন, সন্ধ্যাকালে ও পূর্ব্ববত উপচারে পূজা করিবেন। প্রাসাদের উত্তরে দিব্যগৃহে সেই দারুসমূহ স্থাপন করিবেন। অনন্তর বরুনেব পূজা করিয়া বিদ্যাপতি ও বিশ্বাবসুর বংশীয় গনকে বস্ত্র ভূষণ গন্ধ, মাল্য প্রভৃতি দ্বারা অভ্যর্থনা করিবেম, শিল্পিগনকেও সেইরূপ সম্মান করিবেন, মাদলা পঞ্জীর বিবরণে জানা যায়— পুরীরাজ নব কলেবরার্থ মহাদারু আনয়ের জন্য - তাঁহাদের মস্তকে প্রসাদী পট্টবস্ত্র বাঁধিয়া দিয়া দারুর অনুসন্ধানে পাঠান। তাঁহারা রাজ আদেশে সর্ব প্রথমে পুরী জেলার অন্তর্গত 'কাকট পুরস্থ' মঙ্গলা দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হন। তথায় উপবাস মুখে অর্চনাদি করিয়া দারু প্রাপ্তির নির্দ্দেশ মূলক প্রত্যাদেশ না পাওয়া পর্য্যান্ত অবস্থান করেন। অনেক সময় স্বপ্নযোগেই প্রত্যাদেশলাভ হয়। দায়িতাপতি সেবকগন এইরূপ প্রত্যাদিষ্ট হইয়া প্রধান পুরোহিত দেউলকরন অন্যান্য সেবকগনকে সঙ্গে লইয়া

নির্দ্দেশ অনুয়ায়ী দারু অন্বেষণে যাত্রা করেন। স্বপ্নদীষ্ট স্থানে উপনীত সেই নিম্ববৃক্ষে স্মৃত সংহিতা উক্ত লক্ষণ সমূহ পরিক্ষা করিয়া দেখেন। জগন্নাথের দারু ঈষৎ কৃষ্ণাভ, বলরাম দারু শ্বেতাভ এবং সুভদ্রার দারু ঈষৎ রক্তাৎ সেই সকল দারুতে শঙ্খ চক্র গদা অথবা পদ্মের চিহ্ন থাকিবে প্রতিটি দারুর তিন, পাঁচ বা সাতটি শাখা এবং বৃক্ষের স্বাদ তিক্ত না হইয়া ঈষৎ মিষ্ট হইবে। ইহাতে কোন পক্ষীর বাসা থাকিবে না। দারুর মূল দেশে বাল্মীকের অভ্যন্তরে সর্পের বাসা থাকিবে। দারু হয় তিনটি পর্ব্বত, অথবা তিনটি নদীর, নুতবা তিনটি পথের সংযোগ স্থলে থাকিবে এইরূপ লক্ষন যুক্ত বৃক্ষে শাস্ত্রাবিধি অনুযায়ী পুজা করিয়া প্রথমে স্বর্ণ কুঠার তৎপরে রোপা কুঠার ও তৎপরে লৌহ কুঠারের দ্বারা দারু ছেদন করেন। তথায় অন্য নিম্ববৃক্ষের শকট নির্মান করিয়া দারু ব্রহ্মে অর্চন ও শাস্ত্রমত বস্ত্রাবৃত করতঃ শকটরোহনে সেবক মণ্ডলীর দ্বরা টানিয়া গীত-বাদ্য সংকীর্ত্তন সহকারে শ্রীমন্দির অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে স্থানে স্থানে মহাদারু বিচিত্র ভোগাদি সম্ভার ও সংকীর্ত্তন দ্বারা পূজিত হইয়া ক্রমশঃ শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরের উত্তর দ্বারের পথ দিয়া বৈকুণ্ঠের অভ্যন্তরে অর্থাৎ যে স্থানে রাজ সূত্রধরগন শ্রীমূর্তি প্রাকাট্য সেবা করেন সেইস্থানে উপনীত হন। ——

শ্রীজগন্নাথ দেবের ছাপ্পান্ন ভোগ

শ্রীজগন্নাথ দেবের ছাপ্পান্ন ভোগের কথা সঙ্গীতাদিতে পাওয়া যায়। শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে 'ছাপ্পান্ন ভোগ" নামে রাজদণ্ড মিষ্টদ্রব্য ভোগের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ছাপ্পান্ন প্রকার মিষ্টদ্রবের তালিকা অতিক্রম কারিয়া ও অনেক সময় ভোগের প্রকার দৃষ্ট হয়। ছাপ্পান্ন ভোগের তালিকা যথা :—

১) জগন্নাথ বল্লভ ২) কর্ণিকা ৩) কোা ৪) নুন ফেনী ৫) ধনু শ্বরণ ৬) বড় পুরি ৭) স্যান পুরি ৮) খড়িকামরা ৯) বড় নাড়ী ১০) সান নাড়ী ১১) কাকরা ১২) হংস কেলী ১৩) চন্দ্রকান্তি ১৪) পনশুয়া ১৫) বড়া ১৬) বড় ঝিলি ১৭) সান ঝিলি ১৮) কাকাতুয়া ঝিলি ১৯) আরিষা ২০) পাগ আরিষা ২১) মরিচ লাড্ডু ২২) খিরিচা ২৩) মেণ্টা শিঙ্গিয়া ২৪) তিপুরী ২৫) অরখ ফুল ২৬) চউতাপুরি ২৭) সর কম্পা ২৮) সরুচ কলি ২৯) গজা ৩০) খজা ৩১) মগজ নাড়ু ৩২) ডালিম্ব (দন্তভাঙ্গা) ৩৩) নিমকি ৩৪) সর ভাজা ৩৫) সর মণ্ডা ৩৬) খোয়া মণ্ডা ৩৭) পারি জাতক ৩৮)অমালু ৩৯) মাণ্ডুয় ৪০) বল্লভ কোরা ৪১) অমৃত রসাবলী ৪২) বড় খিরিষা ৪৩) সুয়ারি ৪৪) ছানা মাণ্ডুয় ৪৫) চড়েই নদা ৪৬) কড়ম্বা ৪৭) সর ৪৮) সাতপুরি ৪৯) নারিকেল লাড়ু ৫০(হংস বল্লভ ৫১) ছানা পিঠা ৫২) সেবতি ঝিলি ৫৩) মাঠ পুলি ৫৪) সর পাপুড়ি ৫৫) খণ্ড মণ্ডা ৫৬) নড়িয়া খুদি ৫৭) এণ্ডুরী ৫৮) পিঠা পুলি ৫৯) শ্রীহস্ত কোয়া ৬০) বুদিয়া-খিরি ৬১) মহাদেঈ ৬২) সরকাকরা ৬৩) গুড় খিড়িষা ৬৪) মোহন ভোগ ৬৫) জেনামনি ৬৬) খহরচুর ৬৭) কঅলপুলি ৬৮) লক্ষী বিলাস ৬৯) নুন খুরচা ৭০) চুলিয়া চুপরা ৭১) বলি বামন ৭২) ছানা চটক ৭৩) অটকালি ৭৪) চিত উপিঠা ৭৫) ছুঁচিপত্র ৭৬) পোড়পিঠ ৭৭) কোউ ৭৮) অতরছ মণ্ডা ৭৯) গইচা পিঠা ৮০) সরপণা ৮১) মাখন ৮২) খলি রুটি ৮৩) মালপোয় ৮৪) রাধাবল্লভী ৮৫) ফেনামণ্ডা।

শ্রীদেবদাসী

উৎকল রাজ চূড়ঙ্গবেব শ্রীজগন্নাথ দেবের তৃপ্তি বিধানের জন্য তাঁহার সম্মুখে নিত্যগীতাদি ব্যবস্থা করেন ভাণ্ডীমাল সাহি মার্কণ্ডেশ্বর, নরেন্দ্র

পাউনা ইত্যাদি পউনা ইত্যাদি পল্লীর কন্যাগন দেবদাসীর কার্য্য করেন, পতিত জাতির কন্যাগন বা অসংযত কন্যাগন দেবদাসীর কার্য্য করিতে পারে না। দেবদাসীগন শ্রীজগন্নাথদেব সমীপে নৃত্যগীত দিবসে উপবাস করিবে। নৃত্যগীত অন্তে গৃহে গমন করিয়া মহাপ্রসাদ সেবন ও ভগবদ-গন কীর্ত্তন করিতে করিতে রাত্রি যাপন করিবে। জগন্নাথ একমাত্র পতি তাঁহার উপর বিক্রীত এই অনুভবে জাগতিক পতি গ্রহন না করিয়া ভগবৎ সুখানু সন্ধান চিন্তায় নিরত থাকিবেন। কেহ কেহ বলেন—

প্রাচীন কালে কোন ভক্ত রাজা জগন্নাথকে ধূলি ধূসরিত দেখিয়া অনু-সন্ধানে জানিলেন, যে কোন ভক্ত ললনার জয়দেব কৃত শ্রীগীত গোবিন্দের পদ কীর্ত্তন শুনিতে জগন্নাথদেব কুঞ্জবন গিয়াছিলেন। ইহা জানিয়া সেই রাজা সেই ললনকে আনয়ন করিয়া জগন্নাথ সম্মুখে কীর্ত্তনে নিযুক্ত করিলেন। সেই হইতেই দেবদাসী প্রথার সৃষ্টি হইল। পরবর্ত্তীকালে সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তিগন তাঁহাদের অবিবাহিতা কন্যাগনকে জগন্নাথের সুখ বিধানের জন্য তাঁহার চরণে অর্পন করিতেন। প্রত্যহ প্রাত ভোজনের সময় ও রাত্রিকালে শয়নের সময় একজন মাত্র দেবদাসী একটি বাদ্যের সহযোগে শ্রীগরুড় স্তম্ভের অগ্রে গান ও নৃত্য করেন।

চন্দন যাত্রার সময় বাহির চন্দন—২১ দিন ও ভিতর চন্দন—২১ দিন এই ৪২ দিন প্রত্যহ মধ্যরাত্রে বিগ্রহের শয়নের পূর্বে রত্ন বেদীর সমীপস্থ সমস্ত প্রদীপ নিভাইয়া অন্ধকারের মধ্যে তিনজন সেবক শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বীজন করেন। একজন দেবদাসী চন্দন অর্গলের নিকট দাঁড়াইয়া শ্রীজয়দেব কৃত শ্রীগীত গোবিন্দের নৃত্যে সহকারে কীর্ত্তন করেন।

দেবদাসী দুই প্রকার—বাহির দেবদাসী ও ভিতর দেবদাসী ব্রাহ্মন বা ব্রাহ্মনেতর কুলোদ্ভব বাহির দেবদাসী হইতে পারেণ। তাঁহারা কেবল শ্রীগরুর স্তম্ভের সম্মুখে নৃত্য - গীত করেন।

ভিতর দেবদাসীগন বিগ্রহের সম্মুখে পালঙ্কের নিকট নৃত্যগীত করেন। কেবল ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব যুবতীগনই ভিতর দেবদাসী হইতে পারেন। অতীত যৌবনা ললনাগন দেবদাসী হইতে পারেন না। শ্রীচন্দন যাত্রায় শ্রীমদন মোহনের নৌকা বিহারের সময় এক বা দুইজন দেবদাদী নৌকার উপর নৃত্যগীত করিয়া থাকেন।

পরিশিষ্ট

শ্রীক্ষেত্র মণ্ডলস্থ তীর্থ সমূহ

শ্রীচৈতন্ত ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থদ্বয়ে গৌড়দেশ হইতে শ্রীক্ষেত্রে গমনকালে উৎকলের বিভিন্ন তীর্থে গমনের বর্ণনা এইরূপ ঃ—

হেনমতে মহাপ্রভু সংকীর্তন রসে।
প্রবেশ হইলা আসি শ্রীউৎকল দেশে॥
উত্তরিলা গিয়া নৌকা প্রয়াগ ঘাটে।
নৌকা হইতে মহাপ্রভু উঠিলেন তটে॥
প্রবেশ করিলা গৌরচন্দ্র ওড্র দেশে।
ইহা যে শুনয়ে সে ভাসয়ে প্রেমরসে॥

০ ০ ০ ০

স্নান করি স্বর্ণরেখা নদী ধন্য করি।
চলিলেম গৌর সুন্দর নরহরি॥

০ ০ ০ ০

মুহূর্ত্তেকে গেলা প্রভু জলেশ্বর গ্রামে।
বরাবর গেলা জলেশ্বর দেব স্থানে॥

এইমতে জলেশ্বরে সে রাত্রি রহিয়া।
উষাকালে চলিলা সকল ভক্ত লয়া॥

০ ০ ০ ০

আইলা রেমুনা গ্রামে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
রেমূনায় দেখি নিজ মূর্ত্তি গোপীনাথ।
বিস্তর করিলা নৃত্য ভক্তবর্গ সাথ॥

০ ০ ০ ০

কতদিনে মহাপ্রভু শ্রীগৌর সুন্দর।
আইলেন যাজপুর ব্রাহ্মন নগর॥

০ ০ ০ ০

হেনমতে মহানন্দে শ্রীগৌর সুন্দর।
আইলেন কতদিনে কটকনগর॥
ভাগ্যবতী মহানদী জলে করি স্নান।
আইলেন প্রভু সাক্ষিগোপালের স্থান॥

০ ০ ০ ০

তবে প্রভু আইলেন শ্রীভুবনেশ্বর।
গুপ্তকাশী বাস যথা করেন শঙ্কর॥
সর্ব্বতীর্থ জল যথা বিন্দু বিন্দু আনি।
বিন্দু সরোবর শিব সৃজিলা সাপনি॥
শিব প্রিয় সরোবর জানি শ্রীচৈতন্য।
স্নান করি বিশেযে করিলা অতি ধন্য॥

০ ০ ০ ০

এইমতে সর্বপথে সন্তোষে আসিতে।
উত্তরিলা আসি প্রভু কমল পুরেতে॥

০ ০ ০ ০

কমলপুরে আসি ভার্গীনদী স্নান কৈল।
নিত্যানন্দ হাতে প্রভু দণ্ড ধরিলা॥

কপোতেশ্বর দেখিতে গেলা ভক্তগন সঙ্গে।
তথা নিত্যানন্দ প্রভু কৈল দণ্ড ভঙ্গে॥

০ ০ ০ ০

জগন্নাথের দেউল দেখি আবিষ্ট হৈলা।
দণ্ডবৎ হঞা প্রেমে নাচিতে লাগিলা॥

০ ০ ০ ০

চলিতে চলিতে প্রভু আইলা আঠার নালা।
তাঁহা আসি প্রভু কিছু বাহ্য প্রকাশিলা॥

০ ০ ০ ০

আবেশে চলিলা প্রভু জগন্নাথ মন্দিরে।
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা অস্থিরে॥

জলেশ্বর

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে বর্ত্তমান জলেশ্বর রেলওয়ে ষ্টেশনের অর্দ্ধ মাইল উত্তরে জলেশ্বর—রামেশ্বর—ঝাড়েশ্বর ও ঈশানেশ্বর শিবলিঙ্গ পূজিত হইতে ছিলেন। বর্ত্তমানে তথায় জলেশ্বর শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ রূপে একটি পাথরের স্তূপ দৃষ্ট হয় এবং যেখানে মন্দির ছিল উহার প্রায় চতুর্দ্দিক জলমগ্ন। বিধর্ম্মির অত্যাচারে জলেশ্বর মেদিনীপুরের এপ্রান্তে, রামেশ্বর স্বাস্তীনে, ঝাড়েশ্বর বালেশ্বরে ও ঈশানেশ্বর স্বস্তীন হইতে তিন ক্রোশ দূরে বিরাজ করিতেছেন। কিভাবে শিবলিঙ্গ চতুষ্টয় স্থানান্তরিত হইয়াছেন এবং কে স্থানান্তরিত করিয়াছেন, তাহার কোন তথ্য পাওয়া যায় না, একটি স্থানে শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী নামক জনৈক বৈষ্ণব ষড়ভূজ শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তির সেবার স্থাপন করেন। জলেশ্বরের পর হইতে রেমুনার মধ্যে শ্রীমহাপ্রভুর স্মৃতি চিহ্ন অর্মদা, সুন্দর কল,

বস্তা, অসন খালি প্রভৃতি গ্রামে বর্তমান আছে। দুইটি স্থানে মন্দিরাদি আছে। তন্মধ্যে একস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্নান লীলা এবং অপর স্থানে দধি ভোজন লীলা প্রকাশ করিয়া ছিলেন।

রেমুনা

রেমুনা বালেশ্বর ষ্টেশন হইতে ৪ মাইল দূরে বাসে বা রিক্সায় যাইতে হয়। রেমুনায় বিরাজিত শ্রীগোপাল দেবের প্রকট রহস্য সম্পর্কে মুরারী গুপ্তের কড়চার বর্ণন—

রেমুনায়াং মহাপূর্য্যাং দ্রষ্টং গোপাল দেবকম্।
বারনস্যমুদ্ধবেন স্থাপিতং পূজিতং পুরী॥
ব্রাম্মনানু গ্রহার্থায় তত্র গত্বা স্থিতং হরিঃ॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্য মঙ্গল মধ্য খণ্ডে—

পূর্ব্বে বারানসী তীর্থে উদ্ধব স্থাপিল।
ব্রাহ্মনের কৃপাছলে এথা আচম্বিত॥

শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীকিশোরানন্দ দেব গোস্বামীর বিরচিত 'শ্রুতিসার' নামক গ্রন্থের রেমুনার বিবরণ এইরূপ শ্রীরামচন্দ্র বনবাস কালে সীতাদেবী সহ চিত্রকূট পর্বতে অবস্থান কালে ঝড় বৃষ্ঠি ব্রজপাতে আতঙ্কিত গোধনগনের ধাবিত হইতে দেখিয়া তাঁহার মনে পরবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণ অবতারের অভিলাষ স্ফুরিত হইল। শ্রীসীতাদেবী—আগত দ্বাপরের লীলা কাহিনী জানিতে ইচ্ছা করিলে একটি কৃষ্ণ প্রস্তরে ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা অঙ্কিত করতঃ এক সপ্তাহ মধ্যে দেখাইবেন বলিলেন। কিন্তু শ্রীসীতাদেবী সপ্তাহ কাল অপেক্ষা করিতেনা পারিয়া শ্রীরামচন্দ্র সমীপে আবদার করিলে রামচন্দ্র সীতার মনোরঞ্জনার্থে অসম্পুর্ণ অবস্থায় দর্শন করাইলেন। সেই

লীলা চিত্র অসম্পূর্ণ হইলে ও তথায় অঙ্কিত শ্রীগোপাল মূর্ত্তি সম্পূর্ণভাবেই প্রকাশিত হইয়া ছিল। মধ্যস্থ ত্রিভঙ্গবেনুকর শ্রীগোপাল মূর্ত্তির সঙ্গে অষ্ট-সখী, চারিজন নর্ম সখা, দ্বাদশ ধেনু এবং গোপালের উপরিভাগে দুইপার্শ্বে যথাক্রমে দক্ষিণ ও বামদিকে—শ্রীবলদেব ও মুষ্টিক এবং শ্রীকৃষ্ণ ও চানুর, মধ্যস্থলে জম্বুফল ও অনন্ত শয্যা—শ্রীরামচন্দ্রের ধনুকফলকের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিলেন। শ্রীসীতাদেবী উক্ত শ্রীমূর্তি দর্শনে বিভাবিত হইয়া অর্চনা করিতে উদ্যতা হইলেন। এদিকে অত্রিমুনির আশ্রমের রাক্ষসের উপদ্রব নিবারনের জন্য তথায় উপনীত হইলেন। এদিকে শ্রীসীতাদেবী পূজিত শ্রীবিগ্রহ ব্রহ্মার কর্ত্তৃক পূজিত হইতে থাকিল। রামচন্দ্র রাবন বধ করিয়া লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পথে রেমুনায় উপনীত হন। শ্রীসীতাদেবী গঙ্গা স্নানের অভিলাষ করিলে রামচন্দ্র সপ্তশর দ্বারা গঙ্গাকে আকর্ষন করেন। তাহাই 'সপ্তশরা' নামে খ্যাত হয়।

অদ্যাপি সপ্তশরা নদীর খাত দৃষ্ট হয় এবং বর্ষাকালে স্রোতসিনী আবির্ভূতা হন শ্রীরামের রমন ও রমনীয় স্থান হেতু উক্তস্থান রেমুনা নামে খ্যাত হয়।

গঙ্গবংশীয়—লাঙ্গুলা—নরসিংহদেব মহিষীর সহিত তীর্থ ভ্রমনে চিত্রকূট পর্ব্বত আসিয়া সেবকহীন শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া উক্ত শ্রীবিগ্রহ নীলাচলে আনয়নের সঙ্কল্প করিলেন। রাজা স্বপ্নাদেশে জানিলেন প্রভু নীলাচলে গমন করিতে ইচ্ছুক। তখন রাজা উপযুক্ত ব্রাহ্মন সেবক মাধ্যমে রেমুনার সপ্তশরা নদীর সন্নিকটে ঘোষপল্লীতে স্থাপন করেন। তখন রাজা শ্রীবিগ্রহের নাম শ্রীজয় গোপাল এবং—রানী—শ্রীগোপীনাথ নাম রাখেন। ১০০৪ শকাব্দের ফাল্গুনী পূর্নিমায় লাঙ্গুলা নৃসিংহদেব রেমুনায় শ্রীগোপীনাথের সেবা প্রকাশ করেন। শ্রীগোপীনাথদের শ্রীপাদ

মাধবেন্দ্র পুরীর জন্য ক্ষীরচুরি করিয়া ক্ষীর চোরা গোপীনাথ নামে খ্যাত হন। কালক্রমে কালা পাহাড়ের মন্দির আক্রমনের পূর্বে সেবকগন শ্রী-বিগ্রহকে ন্যুনাধিক তিন মাইল পশ্চিমে আরমনা নামক গ্রামে 'অনন্তসাগর পুষ্করিনীতে লুকাইয়া রাখেন। কালা পাহাড় রেমুনায় পেঁছাইয়া রাম-চণ্ডী মূর্ত্তিকে খণ্ডিত করিয়া চলিয়া যায়। অদ্যাপি রেমুনায় সপ্তশরা নদীর খাতের নিকটে সেই রামচণ্ডীর খণ্ডিত মূর্তির দর্শন হয়। রেমুনা হইতে প্রায় দেড় মাইল পশ্চিমে কালা পাহাড়ের অনুচরগনের কেহ কেহ একটি গ্রাম পত্তন করিয়া বাস করেন। উহা ,কালাপাহাড় সাহি' নামে খ্যাত।

কথিত আছে যে, প্রভু শ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দ স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া 'অনন্ত সাগর' পুষ্কারিনী হইতে শ্রীগোপীনাথকে উত্তোলন পূর্বক একটি মন্দির স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে বাঁশদহ হইতে সাতজন সঙ্গী সহ রেমুনায় আগমন করতঃ শ্রীগোপীনাথদেব শ্রীঅঙ্গে বিলীন হইয়া অন্তর্দ্ধান করেন। তৎসঙ্গে তাঁহার সঙ্গী সপ্তজন সেবক ও দেহরক্ষা করেন, শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথের শ্রীমন্দির প্রাঙ্গন সংলগ্ন একটি বড়ের মধ্যে শ্রী রসিকানন্দ দেবের পুষ্প সমাধি ও তাঁহার সাতজন ভক্তের সমাধি অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। বর্তনান মন্দিরের সণ্মুখে একটি বকুল বৃক্ষ রহিয়াছে। প্রবাদ এইস্থানে রাজা নরসিংহদেব ১০০৪ শকাব্দে ফাল্গুনী পূর্নিমায় শ্রীগোপীনাথ দেবকে প্রতিষ্ঠা করেন। আর বর্ত্তমান মন্দিরের প্রায় এক ফার্লং মধ্যে সপ্তশরা নদীর (বর্ত্তমানে শুষ্ক) তীরে বানাসুর স্থাপিত 'গর্গেশ্বর' মহাদেব ও তৎ সন্নিকটেই রামচণ্ডীদেবীর মন্দির। রামচণ্ডীর নামানুসারে এইগ্রামে একটি হাট বসিত, কেহ কেহ বলেন -'মাধবেন্দ্রপুরী যে শূন্য হাটে বসিয়া গোপীনাথের ক্ষীর প্রাপ্ত হইয়াছিল; ইহাই সেই শূণ্য হাট। এখানে

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী পাদের সমাধি পীঠ ও তাঁহার ব্যবহৃত কাষ্ঠ পাদুকা সেবিত হইতেছে।

যাজপুর

যাজপুর বৈতরনী নদীর দক্ষিন কুলে বিরাজিত, ব্রহ্মা বৈতরনী নদীর বামকুলে অশ্বমেধ যজ্ঞ করায় ঐ স্থানের নাম 'যজ্ঞপুর' হইতে 'যাজপুর' নাম করন হয়। ব্রহ্মার যজ্ঞকুণ্ড হইতে শ্রীবরাহদেব ও বিরজাদেবী আবির্ভূত হন। তাহা এখন 'হর মুকুন্দপুর' নামে পরিচিত। তথায় ব্রহ্মার যজ্ঞস্থল বলিয়া কথিত।

বৈতরনীনদী

বৈতরনী নন্দী 'গো-নাসা' নামক পর্বত শৃঙ্গ হইতে সমুদ্ভূতা উক্ত, পর্বত 'বেন্দঝর' রাজ্যের পশ্চিমে অবস্থিত। বৈতরনী হইতে 'বুড়া' নামে একটি শাখা খর স্রোতায় মিলিয়াছে, ইহার একটি 'করদ নদী' 'কুশভদ্রা' নাম খ্যাত, কুশভদ্রার (কুশীনদী) তীরে 'কুশলেশ্বর' মহাবেবের মন্দির বিরাজিত। বৈতরনীর প্রচীন খাত এখন শুষ্ক। ইহা পূর্ব-পশ্চিমাভিমুখী প্রবাহিত ছিল। উত্তরে দশা অশ্বমেধ ঘাটরে বরাহ মন্দির। দশাশ্বমেধ ঘটের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মা এইস্থানে দশাশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ছিলেন। সেই যজ্ঞ হইতেই শ্রীযজ্ঞ বরাহ ও বিরাজা দেবী আবির্ভূতা হন। এই জন্য এইস্থান বারাহ ক্ষেত্র নামে খ্যাত। দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর উত্তর দিকে শ্রীকাশী বিশ্বনাথ ও শিবলিঙ্গালিঙ্গিতা পার্ব্বতীদেবী মূর্তি। প্রবাদ আছে যে, যাজপুরে কাশীবিশ্বনাথ এক প্রহর

এবং কাশীপুরে তিন প্রহর বাস করেন। ব্রহ্মার যজ্ঞের আদি স্থান এখন প্রায় লুপ্ত। যজ্ঞপুর হইতে বিরজাদেবীর মন্দিরের দিকে যাইতে ব্রহ্মার যজ্ঞের ঘৃতকুণ্ড বলিয়া নির্দিষ্ট কুণ্ডটি 'ব্রহ্মাকুণ্ড' নামে কথিত হয়।

শ্রীবিরজাদেবীর মন্দির

শ্রীবরাহদেবের মন্দির হইতে দক্ষিনে দুই মাইল দূরে শ্রীবিরজা মন্দির। শ্রীবিরজাদেবীর মন্দিরেও সিংহদ্বার, চত্বর, গোপুর—তন্মধ্যে সিংহস্তম্ভ, তৎপরে চত্বর, নবরত্ন মন্দির জগমোহন ও গর্ভমন্দির। ইহা পূর্বাভিমূখী। গর্ভমন্দিরে দ্বিভূজা বিরজা দেবীর অধিষ্ঠিতা। তাঁহার একটি বিজয় বিগ্রহ মন্দিরে পূজিত হইতেছেন। মন্দিরের পশ্চাতে কাল ভৈরব মন্দির। মাঘী ত্রিবেনী আমাবস্যার বিরজাদেবীর আবির্ভাব তিথিতে নয়দিন পর্য্যন্ত উৎসব হয়। মন্দিরের উত্তরাংশে একটি প্রকোষ্ঠ মধ্যে লৌহ বেষ্টনীদ্বারা চতুর্দিক বাঁধন নাভিগয়া নামে একটি কূপ রহিরাছে। নাভিগয়ার পশ্চিমে শ্রীগদাধর এবং ঈশান কোনে একটু নিম্ন প্রদেশে মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব আছেন। শ্রীবিরজা মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে ব্রহ্মকুণ্ড ও বিরজাকুণ্ড নামে চতুদিক প্রস্তর দিয়ে বাঁধন একটি ক্ষুদ্র সরোবর রহিয়াছে। বিরজা মন্দির ও ব্রহ্ম কুণ্ডের মধ্যবর্ত্তী রাজপথ ধরিয়া প্রায় অর্ধ মাইল পথ দক্ষিনাভিমুখে অগ্রসর হইলে ত্রিলোচন শিবের মন্দির ও তৎ সন্মুখে অষ্টাদশ ভূজা মহামায়ার মন্দির রহিয়াছে।

যাজপুর হইতে এক মাইল দূরে চণ্ডেশ্বর গ্রামে ব্রহ্মার স্থাপিত বলিয়া কথিত 'শুভস্তম্ভ' নামে একটি প্রস্তর স্তম্ভ দৃষ্ঠ হয়। ব্রহ্মা যজ্ঞপুরে যজ্ঞারম্ভ কালে একটি গরুড়স্তম্ভ স্থাপন করেন,তাহাই 'শুভস্তম্ভ'নামে বিখ্যাত স্তম্ভের শীর্ষ দেশের বিশাল কায় গরুড় স্তম্ভটি অর্ধ মাইল দূরে 'বাহাবলপুর' গ্রামে রহস্য জনকভাবে স্থানান্তরিত হয়।

কটক

কটক কাটজুড়ী ও মহানদীর মধ্যবর্তী উড়িষ্যার পুরাতন রাজধানী। এখানে সাক্ষী গোপালের মন্দির বিদ্যমান। শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে ছোট বিপ্রের অনুগমনে বিদ্যানগর পর্য্যন্ত পদব্রজে গোপালদেব আগমন করেন। তদ্দেশীয় রাজা শ্রীগোপাল দেবের মন্দির নির্মান করেন। বহুদিন পরে বিদ্যানগরের অধস্তন রাজা ক্ষেত্ররাজ পুরুষোত্তমদেবকে শ্রীজগন্নাথ দেবের ঝাড়ুদার জ্ঞানে তাচ্ছিল্য করিয়া নিজ কন্যা প্রদানে অস্বীকার করায় শ্রীপুরুষোত্তমদেব শ্রীজগন্নাথের সহায়তায় যুদ্ধে উক্ত রাজায় পরাজিত করিয়া তাঁহার কন্যা ও মানিক্য সিংহাসন স্বদেশে আনয়ন করতঃ মানিক্য সিংহাসনে শ্রীজগন্নাথদেবকে উপবেশন করান। সেই সাক্ষী গোপাল শ্রীপুরুষোত্তমদেবের ভক্তিবেশে কটকে আগমন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কটকেই সাক্ষী গোপাল দর্শন করেন। পরে শ্রীসাক্ষী গোপাল পুরীর শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে নীত হন। তৎপরে পুরী হইতে প্রায় দশ মাইল দূরে "সত্যবাদী" নামে একট গ্রাম স্থপন পূর্বক শ্রীসাক্ষী গোপালের সেবা স্থাপন করেন। কটক সহরে 'মহম্মদীয়া রাজার' নামক পল্লীতে 'শ্রীজগন্নাথ বল্লভ" নামক স্থানটি রামানন্দ রায়ের উদ্যান নামে প্রসিদ্ধ। অদ্যাপি তথায় একটি প্রচীন তোরনের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। সেই তোরন হইতে প্রায় একশত গজ পশ্চিমে একটি বেদী রহিয়াছে। ঐ স্থানে একটি বকুল বৃক্ষ তলায় শ্রীমন্মহাপ্রভু উপবেশন করায় বেদীটি তাহার স্মৃতি। এই বকুল বৃক্ষ তলায় রামানন্দ রায়ের কৃপায় রাজা প্রতাপ রুদ্র মন্মহা প্রভুর দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হন। প্রভু বৃন্দাবন যাত্রাকালে রাজা নুতন নৌকা প্রস্তুত করতঃ যেই ঘাটে রাখিলেন, সেই ঘাটকে 'গড় গড়িয়া' বা গৌড় গড়া ঘাট বলে। প্রভু স্নান করিয়া গৌড়ে পথে গমন করিলে রাজা একটি স্মৃতি স্তম্ভ স্থাপন করেন।

তাহার কোন চিহ্ন এখন নাই, ঐ ঘাটের সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র প্রাচীন মন্দিরের মধ্যে শ্রীমন্মাপ্রভূর 'পদচিহ্ন' অধিষ্ঠিত আছেন। জনশ্রুতি উক্ত চরণ চিহ্ন ও মন্দির মহারাজ প্রতাপরুদ্রের ইচ্ছানুসারে তাঁহার সমাধির উপর নির্মিত হইয়াছিল। গড় গড়িয়া ঘাটের প্রায় এক ফালং দক্ষিন পশ্চিমে প্রতাপ রুদ্রের প্রাচীন দূর্গের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। শ্রীমন্মহাপ্রভু কটকে গমনকালে সাক্ষী গোপালের মন্দির এই দূর্গের নিকটে বিরাজিত ছিল। কটক হইতে মহানদী পার হইয়া চতুদ্বারে যাওয়া যায়। উহাকে স্থানীয় ভাসায় 'চৌদ্বার' বলে। চৌদ্বারে 'চাষাপাড়া ঘাট' নামক স্থানে 'পাদ পথের' নামে বিরাট প্রস্তর খণ্ডের উপর শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ চিহ্ন আঙ্কিত রহিয়াছে। প্রেমোন্মাদী শ্রীগৌর হরির শ্রীচরণ স্পর্শে পাষান খণ্ডও বিগলিত হইয়া ঐ পদাঙ্ক শোভিত হইয়াছিল।

শ্রীসাক্ষী গোপাল

শ্রীসাক্ষীগোপালদেব বৃন্দাবন হইতে ছোট বিপ্রের বাক্যরক্ষার্থে বিদ্যানগরে পদব্রজে আগমন করিয়া সাক্ষী প্রদানে সাক্ষী গোপাল নামে প্রসিদ্ধ হন। রাজা প্রতাপ রুদ্রের পিতা পুরুষোত্তম দেব বিদ্যানগরের রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া কাঞ্চী হইতে শ্রীরাধাকান্ত দেব, শ্রীসাক্ষী গোপাল, ভণ্ড গণেশ, রত্ন সিংহাসণ প্রভৃতি কয়েক মূর্তি বিগ্রহ কটকে আনয়ন করেন। তারপর কিছুদিন শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে অবস্থান করিয়া শ্রীমন্দিরের প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরে 'সত্যবাদী' গ্রামে সাক্ষীগোপাল অধিষ্ঠিত হন। পূরী হইতে খুরদারোড়ের দিকে যাইতে চতুর্থ ষ্টেশনই সাক্ষী গোপাল ষ্টেশন। এই স্থান পুরী ষ্টেশন হইতে

দশ মাইল উত্তরে অবস্থিত। সাক্ষী গোপাল ষ্টেশন হইতে শ্রীসাক্ষী গোপালের মন্দির প্রায় এক মাইলের কিছু কম হবে। শ্রীসাক্ষী গোপালের বাজারের নিকট চন্দন পুষ্করিনী বিরাজিত। এখানে সাক্ষী গোপালের বিজয় বিগ্রেহের চন্দন যাত্রার মহোৎসব হয়। শ্রীমন্দিরের উত্তর দিকে শ্রীরাধাকুণ্ড ও দক্ষিণ দিকে শ্রীশ্যাম কুণ্ড নামে দুইটি কুণ্ড বিরাজিত। চন্দন পুষ্করিনীয় নিকটে 'বড়মঠ আশ্রমে শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্তি অধিষ্ঠিত। শ্রীভগবানের বিশ্রামের জন্য পুষ্পোদ্যানের মধ্যে 'ফুল আলসার বকুল বাগানের মধ্যে শ্রীমন্দিরের উত্তর পশ্চিমে শ্রীবলদেব মূর্ত্তি বিরাজ-মাম। প্রমানকার পূর্বমূখী শ্রীসাক্ষী গোপালের বামে স্বর্ণময়ী শ্রীরাধিকা, দক্ষিনে পুণ্ডরীক বাসুদেব নামে অষ্টধাতুময়ী শ্রীলক্ষ্মী নারায়ন মূর্তি বিরাজমান। শ্রীমন্দিরের দক্ষিণে পরিক্রমা কালে পার্শ্ব মন্দিরের একটি প্রকোষ্ঠে শ্রীমদন মোহন, শ্রীদোল গোবিন্দ ও শ্রীনবনীত চোর শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ অধিষ্ঠিত আছেন। অন্য প্রকোষ্ঠে শ্রীরাস বিহারী গোপীনাথ, তাঁহার দক্ষিনে নৃত্য পরায়ন শ্রীনিত্যানন্দ ও বামে নৃতরত শ্রীঅদ্বৈতা-চার্যের শ্রীমূর্ত্তিদ্বয় বিরাজিত। শ্রীরাসবিহারী শ্রীগোপীনাথ শ্রীগৌরাঙ্গ বেশ ধারণ করেন। শ্রীমন্দিরের উত্তরে পরিক্রমা পথে তমাল বৃক্ষতলে শ্রীগোপালদের বৃন্দাবন হইতে সাক্ষী প্রদানে আগমন করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। আরও অগ্রসর হইলে শ্রীগোপালের শ্রীপাদপদ্ম বিহ্ন বা শ্রীপাদপদ্ম পীঠ বিরাজিত। শ্রীসিংহদ্বারে প্রবেশ পথে গোপুরম্ এ বামে শ্রীবজ্রাঙ্গজী ও দক্ষিণে শ্রীগনেশ আছেন।

ভুবনেশ্বর

ভুবনেশ্বর ষ্টেশন হইতে শ্রীমন্দির এক ক্রোশ। শ্রীভূবনেশ্বরে শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তম শ্রীশঙ্কর গুপ্তকাশী বাস করেন। সমস্ত তীর্থের জল বিন্দু বিন্দু আনয়ন করিয়া শ্রীশিব তথায় শ্রীবিন্দু সরোবর নির্মান

করেন। পুরাকালে শ্রীশিব পার্ব্বতী সহ কাশীধামে বহুকাল বাস করিবার পর কৈলাসে গমন করিলে, সেইসময় নররাজগন কাশী ভোগ করিতে থাকেন। কাশীরাজ নামে এক রাজা দুর্বুদ্ধি পরায়ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিবার জন্য উৎকট তপস্যার দ্বারা শ্রীশিবকে আরাধনা করিলে শিব তাহার ইচ্ছামত পশুপত অস্ত্র এবং স্বীয় অনুচরবৃন্দ সহ তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার বর প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহা জানিতে পারিয়া সুদর্শনকে প্রেরন করতঃ সমস্ত বারানসী দগ্ধ করতঃ কাশীরাজের শিরচ্ছেদ করেন। তারপর সুদর্শন শিবের পশ্চাতে ধাবিত হইলে শিব শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে শরণ লইয়া অপরাধা ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন এবং তাহার অভিলাষ অনুরূপ তাঁহাকে একাম্র কানন নামক স্থান প্রদান করিলেন। সেই একাম্র কাননই গুপ্তকাশী 'শ্রীভূবনেশ্বর'। শ্রীভগবানের নিজস্থান শ্রীপুরুষোত্তম ধামের উত্তরে এই শ্রীভূবনেশ্বর তীর্থ।

অতি প্রাচীন কাল হইতে এই স্থানে একটি বিস্তৃত শাখা আম্র বৃক্ষ বিরাজিত ছিল বলিয়া এই স্থানের নাম 'আম্রক্ষেত্র হইয়াছে। এইস্থানে কোটি লিঙ্গ মূর্তি ও অষ্ট তীর্থ বিদ্যমান। এইস্থান বারানসী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ও শঙ্করের প্রিয় স্থান দক্ষিন সমুদ্রের তীরে উৎকল প্রদেশে গন্ধবতী নামে পূর্ব্ববাহিনী জাহ্নবা স্বরূপা একটি নদী রহিয়াছে। তাহার তট দেশে ব্রহ্মক্ষেত্র একাম্রক তীর্থ বিরাজিত। ত্রিয়োজন বিস্তৃত স্থানের এক যোজন দেব পূজিত এবং ক্রোশ পরিমান আম্রছায়ায় পরিব্যাপ্ত। প্রাচীন কাল হইতে ধর্মাত্ম ব্যক্তিগন এইস্থানে স্নান—জপ—ধ্যানাদি ও নববিধাভক্তি যাজন করিতেন।

শ্রীভগবান পুরুষোত্তমই এই ক্ষেত্রের পালক, সনাতন পরব্রহ্ম লিঙ্গ-রূপে ত্রিভুবনেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হইয়া এইস্থানে নিত্য বিরাজমান। লিঙ্গ তে জায়তে যস্মাৎ-এই ব্যুৎপত্তিক্রমে পরব্রহ্মই লিঙ্গরূপে উৎকলে সর্ব-তীর্থময় স্বর্ণ কূটগিরিতে দেবগনের দ্বারা পরিবৃত হইয়া বাস করিতেছেন।

স্বয়ং নারায়ন চক্র বা গদা হস্তে ধারন পূর্বক এই ক্ষেত্র পালন করেন বলিয়া তিনিই 'ক্ষেত্রপাল'। এই ক্ষেত্রে ভগবান শ্রীঅনন্ত বাসুদেব চক্র ও গদা হস্তে ধারন পূর্বক ক্ষেত্র রক্ষা করেন। শ্রীপার্ব্বতী শিব সমীপে একাম্র কাননের মহিমা শ্রবন করিয়া আদেশক্রমে একাকিনী তথায় গমন করিয়া সিতাসিতবর্ণ প্রভ মহালিঙ্গ দর্শনে মহোপচারে অর্চনে ব্রতী হইলেন। পার্ব্বতী একদা পুষ্প চয়নে বনান্তরে গমন করিলে দেখিলেন, এক হ্রদ হইতে কুন্দ কুসুম সদৃশ সহস্র গাভী নির্গত হইয়া সেই মহালিঙ্গের শিরোপরি দুগ্ধ প্রদান করতঃ প্রদক্ষিনান্তর যথাস্থানে চলিয়া গেল। আর ও একদিন ঐ প্রকার দর্শন করিয়া ভগবতী গোপালীনী বেশে সেই গাভীগনের অনুশরন করিতে লাগিলেন। এইরূপে পঞ্চ দশবর্ষ অতিবাহিত হইল। একদিন 'কৃত্তি ও বাস' নামক তরুন অসুর ভ্রাতৃদ্বয় ঐ বনে ভ্রমন করিতে করিতে গোয়ালিনীর রূপমাধুর্য্যে বিমোহিত হইয়া নিজ দুষ্ট অভিসন্ধিজ্ঞাপন করিলে ভগবতী অন্তর্হিতা হইয়া শিবের পাদপদ্মস্মরন করিলেন, শঙ্কর গোপবেশে তথায় উপনীত হইলে ভগবতী অসুরদ্বয়ের বধের জন্য আবেদন করিলেন। তখন শঙ্কর পার্বতীকে বলিলেন, পূর্ব্বে দ্রুমিল নামে এক রাজা বহু যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া দেবতাগনকে প্রসন্ন করতঃ বরলাভ করেন যে—কৃত্তি ও বাস নামক পুত্রদ্বয় শাস্ত্রের অবধ্য হইবে। এখন তোমাকে ইহাদের বধ করিতে হইবে। পতির আদেশ পাইয়া পার্বতী গোপালিনী বেশে ভ্রমন করিতে করিতে অল্পকাল মধ্যে অসুরদ্বয়ের সাক্ষাৎ ঘটিল। সতী উক্ত অসুরদ্বয়কে বঞ্চনা করিয়া বলিলেন—যে আমাকে স্কন্ধে বা মস্তকে বহন করিতে পারিবে; আমি তাঁহার পত্নী হইব। সতীর এই কথা শুনিয়া বিমুগ্ধ অসুরদ্বয় প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পড়িল। তখন গোপালিনী বেশ ধারিনী সতী উভয় ভ্রাতারই স্কন্ধে পদ স্থাপনে দণ্ডায়মান হইয়া বিশ্বম্ভরী

রূপ ধারন করিলেন। অসুরদ্বয় সতীর গুরুত্বে দলিত হইয়া বিনষ্ট হইল। তদবধি শ্রীশিব পার্বতী কাশী ত্যাগ করিয়া একাম্রক কাননে বাস করিতেছেন।

পার্বতী গোপালিনী মূর্তিতে অসুরদ্বয় দলন করিয়া অতীব তৃষ্ণার্ত ভাবে নিদ্রাচ্ছন্ন হইলে মহাদেব পার্ব্বতীর পিপাসা নিবৃত্তির জন্য ত্রিশূলাগ্র দ্বারা শৈল বিদারণ পূর্বক একটি বাপী প্রকাশ করিলেন। ইহাই শঙ্কর বাপী নামে প্রসিদ্ধ হইল। কিন্তু পার্বতী তথায় নিত্য প্রতিষ্ঠিত জলাশয় হইতে জল পান করিতে ইচ্ছা করিলেন। শম্ভু চরাচরের সর্ব্ব তীর্থকে আনয়ন এবং জলাশয় প্রতিষ্ঠার যজ্ঞ সমাধানার্থ ব্রহ্মাকে আবাহন করিবার জন্য নিজ বৃষকে প্রেরন করিলেন। ব্রহ্মা বৃষদ্বারা আহূত হইয়া দেবতাগন সহ ঐ ক্ষেত্রে আগমন পূর্বক ভূবনেশ্বর পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। অনন্তর বৃষভ স্বর্গলোক হইতে মন্দাকিনী প্রভৃতি পৃথিবী হইতে প্রয়াগ, পুষ্কর, গঙ্গাদি ও পাতাল হইতে ক্ষীরোদাদি সমুদ্রকে আহ্বান করিয়া আনিলে শঙ্কর ত্রিশূলাঘাতে পাষাণ বিদারন পূর্ব্বক বলিলেন—আমি এইস্থানে হ্রদ নির্মান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। তোমরা সকলে বিন্দু বিন্দু করিয়া এইস্থানে গলিত হও। তীর্থ সমূহ শিবের আদেশ পালন করিলে ভগবান জনার্দ্দন ও ব্রহ্মা প্রমুখ দেবগন তাহাতে স্নান করিলেন। শঙ্কর নিজগন সহ সানন্দে অবগাহন করিলে এবং বলিলেন এইস্থানে শঙ্কর ব্যাপি ও বিন্দু সরোবরে স্নান করিলেন মৎস্যারূপ ও মৎস্যালোক্য লাভ হইবে, তারপর শঙ্কর জনার্দ্দনকে নমস্কার পূর্ব্বক বলিলেন—আপনি কৃপাপূর্বক অনন্তের সহিত এই বিন্দু হ্রদের পূর্বতীরে মূর্তিদ্বয়ে অবস্থান করিয়া আমার নিয়ামকত্ব ও ক্ষেত্র পালকত্ব করুন। তদবধি ভগবান শ্রীঅনন্ত বাসুদেব নিজ প্রিয় শঙ্করকে উচ্ছিষ্টাদি প্রদানে কৃপা এবং শম্ভুর নিয়ামক ও ক্ষেত্র পালকরূপে বিন্দু সরোবরের পূর্ব্বতটে বাস করিতেছেন।

শ্রীঅনন্ত বাসুদেবের প্রসাদ নির্মাল্যে শম্ভু নিত্য অর্চিত হইয়া থাকেন। এই মন্দির নির্মিত হইবার পরও এই স্থান হইতে আদি লিঙ্গ স্থানচ্যুত করা হয় নাই পশ্চিমদিকের এককোণে ভুবনেশ্বরীর মন্দির রহিয়াছে। সিংহদ্বার পথে প্রবেশ করিয়া সুবিস্তৃত চত্বরে গোয়ালিনীর মন্দির। মন্দিরের পশ্চিমে ছয়টি প্রস্তর সোপান আছে। ঐ প্রস্তর সোপানের ভুবনেশ্বরের ভোগ মণ্ডপের মধ্যস্থলে ও প্রবেশ দ্বারের দক্ষিন ভাগে বৃষভমূর্তি উপবিষ্ট। সিংহদরজা অতিক্রম করিবার পব মন্দিরেব সন্মুখে যে গরুড় স্তম্ভ আছে, সেই স্তম্ভের উপরে বৃষ ও গরুড় বিরাজিত রহিয়াছে। শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের ন্যায় এখানেও শ্রীলক্ষ্মী নৃসিংহ মূর্তি বিরাজমান। মূল মন্দিরের অভ্যন্তরে হরিহর মিলিত তনু শ্রীভূবনে-শ্বরদের রিরাজিত। বিন্দু সরোবরের পূর্ব্ব তটে শ্রীঅনন্ত বাসুদেবের মন্দির বিরাজমান। মন্দিরের গর্ভগৃহে একই বেদীর উপর পশ্চিমাস্য দণ্ডায়মান তিনটি শীলাময়ী মূর্তি রহিয়াছে। তাহারা শ্রীঅনন্ত শ্রীসুভদ্রা ও বাসুদেব নামে পরিচিত। শ্রীবিগ্রহগনের সর্ব দক্ষিনে শীর্ষে পরি-সপ্তফনা যুক্ত সর্প এবং দক্ষিণ হস্তে হল ও বাম হস্তে মূষল ধারণ কারী অনন্তদেবের মূর্তি মধ্যে শ্রীসুভদ্রাদেবীর চরণ যুগলে নুপুর ও মস্তকে চূড়া এবং করদ্বয় ঊর্দ্ধদিকে অর্ধ উত্তোলিত শ্রীসুভদ্রাদেবীর বাম-দিকস্থিত চতুর্ভুজ মূর্তির দক্ষিণাধ্বে হস্তে পদ্ম দক্ষিণাধ্বে গদা, বামোধ্বে শঙ্খ ও বামাধো হস্তে চক্র বিদ্যমান। গর্ভ মন্দিরের অভ্যন্তরে দক্ষিণ পশ্চিম কোণের প্রাচীরের দিকে শ্রীবাসুদেবের সম্মুখে শ্রীলক্ষ্মীদেবী বিরাজিত তাঁহার পার্শ্বে প্রস্তরময় সুদর্শন বিদ্যমান। শ্রীঅনন্ত বাসুদেব মন্দিরের সম্মুখে বিন্দু সরোবরে 'অনন্ত বাসুদেব ঘাট রহিয়াছে।ভুবনেশ্বর মন্দির হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে পূর্ব্বোত্তর কোণে গৌরীকুণ্ড অবস্থিত। জল প্রস্রবন নিয়ত নির্গত এই কুণ্ডের জল অতীব সুনির্ম্মল। সুশীতল ও

স্বাস্থ্যপ্রদ। এই কুণ্ডটি গৌরীদেবী স্বহস্তে এই কুণ্ড খনন করিয়াছেন। কুণ্ডের ঘাটে কয়েকটি ছোট ছোট ঘর আছে। তন্মধ্যে একটি বাহির দেওয়ালে ৮ ফুট উচ্চ একটি হনুমান মূর্তি ও আর একটিতে সিংহ বাহিনী দূর্গা মূর্তি গাঁথা রহিয়াছে। কেদারেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখে গৌরী মন্দির। শীতলা ষষ্ঠীর দিণ এখানে শ্রীভূবনেশ্বরের বিজয় মূর্তি শ্রীগৌরী দেবীকে বিবাহ করিতে আসেন।

ভুবনেশ্বরের প্রায় ছয় মাইল পূর্বদিকে দয়ানদীর কূলে ধবল গিরি পাহাড় অবস্থিত। উদয় গিরি ও খণ্ড গিরি পাশাপাশি দুইটি ক্ষুদ্র পাহাড় ইহাদের প্রাচীন নাম কুমারী পর্বত ও কুমার পর্বত।

শ্রীকপোতেশ্বর

আঠার নালা হইতে কপোতেশ্বর তিনক্রোশ ও পুরী হইতে চারিক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত। জানকাদেঈপুর ষ্টেশন হইতে দক্ষিন পূর্ব্ব কোনে ভর্গীনদীর পার্শ্বস্থ বাঁধের উপর দিয়া প্রায় এক ফার্লং আসিলে শ্রীকপো-শ্বরের মন্দির পাওয়া যায়। শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে অন্ধকার গর্ভ গৃহে কপোতা কৃতি শিবলিঙ্গ বিরাজিত। সন্মুখে নাট মন্দির ও তৎ সংলগ্ন দক্ষিনাভিমুখে শ্রীকপোতেশ্বরের বিজয় বিগ্রহ। শ্রীচন্দ্র শেখর শিব একটি মন্দিরে বিরাজমান। শ্রীচন্দ্রশেখর ধাতুময় চতুর্ভুজ বিগ্রহ। বাম হস্তের উপরি ভাগে মৃগ, দক্ষিন হস্তের উপরিভাগে পরশু, বাম হস্তের নিম্নভাগে অভয় এবং দক্ষিন হস্তের নিম্নভাগে বরমূদ্রা শোভিত। শ্রীভূবনেশ্বরের ন্যায় এখানে ও উক্ত চতুর্ভুজ বিগ্রহের নিকট চতুর্ভুজা শ্রীবারাহীদেবী। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল ও চতুর্ভুজ-শ্রীনৃসিংহদেব—সকলেই ধাতুময়ী শ্রীমূর্তি-রূপে অধিষ্ঠিত আছেন। শ্রীকপোতেশ্বর-শ্রীমন্দিরের পূর্বভিমূখে একটি

চন্দন পুকুর ছিল। বন্যায় কপোতেশ্বরের পার্শ্বস্থিত বাঁধটি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় চন্দন পুকুরটি ধসিয়া যায়। এমন কি কপোতেশ্বরের মন্দিরটি সমস্তই বালুকা স্তূপে সমাকীর্ণ হইয়া পড়ে। পরে বালু সরাইয়া ঐ স্থানে উদ্ধার করা হয়। শ্রীকপোতেশ্বর শিবের সম্বন্ধে উৎকল খণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বর্ণন—একদা শঙ্কর মনে মনে চিন্তা করিলেন—ভগবান বিষ্ণু ব্যাতীত অন্য কোন দেবতা পূজ্য নহেন, আমি সেই বিষ্ণুর প্রসাদে সেইরূপ পুজনীয় হইব। ভক্তি ব্যতীত কেহই প্রকৃত পূজনীয় হইতে পারে না। ভকত বৎসল ভগবান নিজ হইতে ভক্তকে অধিক পূজার পাত্র করিয়া দেন। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া নীলাচল সন্নিহিত পূণ্যভূমি কুশস্থলীতে বায়ু-মাত্র আহার করিয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনিস্থুল,দৃশ্য অষ্ট মূর্তি হইয়াও তখন তপস্যায় কপোতের ন্যায় সূক্ষ্ম হইয়াছিলেন। শিব তপস্যার দ্বারা কপোতের ন্যায় সূক্ষ্মশরীরী হইয়াছিলেন বলিয়া মুরারির আজ্ঞাক্রমে কপোতেশ্বর আখ্যা লাভ করেন।

কপোত সদৃশো যাতো যতঃ স তপসাশিবঃ।
মুরারে রাজ্ঞয়া যত্র কপোতেশ্বরতাং গতঃ॥

শ্রীমুরারির আজ্ঞাতেই শিব কপোতেশ্বর নাম ধারন করিয়া পার্বতীর সহিত এইস্থানে অবস্থান করিতেছেন।

——

দণ্ডভাঙ্গা নদী

কপোতেশ্বর শিব—মন্দিরের নিকট উত্তর—পশ্চিমাভিমুখে ভার্গী নদীর তিনটি মোহনা আছে তন্মধ্যে একটি শাখা আঠার নালাভিমুখে প্রবাহিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভার্গী নদীতে স্নান করিয়া কপোতোশ্বর দর্শনে

গমন করিলে প্রভুনিত্যানন্দ গৌর প্রদত্ত দণ্ড খানি তিন খণ্ড করিয়া ভার্গী নদীতে ভাসাইয়া দেন। তদবধি ভার্গী নদীর এই অংশটি 'দণ্ডভাঙ্গা' নামে খ্যাত হয়। দণ্ডভাঙ্গা নদীর উত্তর বাঁধের অপর পারে 'দাণ্ডসাহি' নামে এক পল্লীতে 'দণ্ডভাঙ্গা গোপীনাথের মন্দির। দণ্ডভাঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত বলিয়া শ্রীগোপী নাথ দণ্ডভাঙ্গা নাম ধারন করেন।

শ্রীসত্যভামাপুর

ভুবনেশ্বরের তিন মাইল পশ্চিমে ভার্গবী নদীর তীরে জগন্নাথ রোড়ের পার্শ্বে বলি আন্তা পুলিশ ষ্টেশন ও পুরী জেলার অন্তর্গত সত্য-ভামাপুর গ্রাম আছে। তথায় এখন ও শ্রীসত্যভামা ঠাকুরানী বিরাজমানা আছেন। এই স্থানেই শ্রীরূপ গোস্বামী বিজয় করিয়া ছিলেন।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামীকে সত্যভামা দর্শন প্রদান করিয়া পৃথক নাটক রচনার নির্দ্দেশ প্রদান করেন।

উড়িষ্যাদেশে সত্যভামাপুর নামে গ্রাম।
এক রাত্রি সেই গ্রামে করিলা বিশ্রাম॥
রাত্রে স্বপ্নে দেখে—এক দিব্যরূপা নারী।
সম্মুখে আসিয়া আজ্ঞা দিলা কৃপাকরি॥
আমার নাটক পৃথক করহ রচন।
আমার কৃপাতে নাটক হবে বিলক্ষন॥
স্বপ্ন দেখি রূপ গোসাঞি করিলা বিচার।
সত্যভামার আজ্ঞা—পৃথক নাটক করিবার॥

পূর্বে এই সত্যভামা ঠাকুরানী একটি মাধবীলতার।

ঘনকুঞ্জের মধ্যে অবস্থিতা ছিলন, মন্দিরাদি কিছুই ছিল না। গ্রাম্য লোকের নিকট ইনি 'বুড়ীমা' নামে খ্যাত। বাহ্য দৃষ্টিতে আকৃতি বিহীনা প্রস্তরময়ী মূর্তি। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় লোক চাঁদা উঠাইয়া শ্রীসত্যভামাদেবীর একটি মন্দির নির্মান করেন।

কোনার্ক

কোনার্ক সূর্য্য ক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত। পুরীর প্রায় একুশ মাইল উত্তর পূর্ব্ব কোনে সমুদ্র বালুকার মধ্যে সূর্যদেবের এই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ অবস্থিত। উড়িষ্যার রাজা দ্বিতীয় নরসিংহদেব তাঁহার এক তাম্র শাসনে স্বীয় পিতামহ প্রথম নরসিংহদেবের (১২৩৮ - ১২৬৪ খৃঃ) সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে—তিনি প্রসিদ্ধ 'কোনা কোনে' সূর্যদেবের জন্য একটি কুটীর নির্মান করাইয়াছিলেন। এই কোনাকোনের অধিষ্ঠাতা অর্কদেবই (সূর্য) কোনার্ক। পুরীর উত্তর পূর্ব কোণে অর্কক্ষেত্র বা পদ্মক্ষেত্রের অবস্থান হেতু উহা কোনার্ক (কোনের অর্ক) নামে অভিহিত। এখন যাহা সাধারণের নিকট কোনার্ক মন্দির। বলিয়া পরিচিত, তাহা লুপ্ত মন্দিরের জগমোহনের অংশ মাত্র। মন্দিরের যে অংশে সূর্যমুর্তিটি অধিস্থিত ছিল। তাহা বহুদিন পূর্ব্বে ভূপতিত হইয়াছে। সূর্যমূর্তিটিও লুপ্ত মাত্র বেদীটি যথাস্থানে প্রায় অক্ষত অবস্থায় বিরাজমান। বেদীটি দৈর্ঘ্যে ১৭ ফিট ও প্রস্থে ৯ ফিট। ইহার গাত্রে শাম্বের একটি চিত্র আছে। কথিত যে—শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব যে সূর্য্য মূর্তি পূজা করিয়া কুষ্ঠব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া ছিলেন, কোনারকে সেই সূর্য্য মূর্তিই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এতদ্বিষয়ে কপিল সংহিতা ৬ অধ্যায়ের বর্ণন।

তাং পূজয়িত্বা বিধিবদ ভক্ত্যা নত্বা পরং ততঃ।
বিমুক্তরোগঃ সহসা যযৌ দ্বারাবতীং পুরীম্॥

শাম্ব কর্তৃক সূর্যদেবের প্রতিষ্ঠার পর বানব, দেব, ঋষি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব যক্ষ

রক্ষঃ প্রভৃতি আগমনের কথ শাম্ব পুরানের একচল্লিশ অধ্যায়ে বর্নিত আছে। কোনার্কের মন্দিরে সেই সকল মূর্তিই খোদিত দেখা দায়।

চিল্কাহ্রদ

উৎকল প্রদেশের এই সুবিখ্যাত হ্রদটি বঙ্গোপসাগরের উত্তর পাশ্চিম ভাগে অবস্থিত। সমুদ্র ও হ্রদের মধ্যবর্তী স্থানে একটি চটকপর্বত(বোলু-কার ঢিবি) আছে। তন্মধ্যে একটি ছিদ্র থাকায় সমুদ্রের সহিত উক্ত হ্রদের সংযোগ হইরাছে। ইহা দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৪ মাইল। ইহার উত্তরার্ধ প্রায় বিশ মাইল প্রশস্ত এবং দক্ষিনার্ধে ক্রমে সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বর্ষার আরম্ভে ইহার লবনাক্ত জল ক্রমে ক্রমে অপসারিত হয়। এবং হ্রদটি তখন মিষ্ট জলে পূর্ণ হয়। ডিসেম্বর হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত ইহার জল লবণাক্ত থাকে। ইহার দক্ষিন ও পশ্চিমকুলে পর্বত মালা সুশোভিত। হ্রদের পূর্বদিকে 'পারিকুদ' নামক দ্বীপপুঞ্জ বিবিধ তরুলতা কুঞ্জের মঞ্জুল শোভা ধারন করিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গদেব দিব্যভাবোন্মাদে যমুনাজ্ঞানে এই হ্রদে ঝাঁপ দিয়া ছিলেন। কালাপাহাড় 'যাজপুর' আক্রমন করিয়া রাজা মুকুন্দদেবকে নিহত করিলে ভয়ে সেবক বৃন্দ শ্রীজগন্নাথদেবকে উক্ত 'পারিকুদ' দ্বীপপুঞ্জে কিছুকাল গুপ্তভাবে সংরক্ষন করিয়া ছিলেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব কারনে চিল্কা-হ্রদের পশ্চিমপারে এক তরুবরের শিকড়ে নির্মিত পূবদ্বার বিশিষ্ট অকল্পিত ঘরে বসিয়া ভজনে নিরত হন। গলিত বটপত্র জলে ধৌত করিয়া ভক্ষন করতঃতপস্যায় যাপিত হইলে ভক্তাধীন গৌরচন্দ্র ভুবন মোহন রূপে প্রকট হইয়া দর্শন প্রদান করেন এবং তাঁহার লীলা রহস্য জ্ঞাত করাইয়া জীবোদ্ধারে শক্তি সঞ্চার করেন।

॥ সমাপ্ত ॥

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনস্টিটিউট হইতে—

॥ শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ॥

গবেষণামূলক ও অপ্রকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

১। শ্রীচৈতন্য ডোবা মাহাত্ম্য—(মাধবেন্দ্র পুরীর জীবনী সহ) দশ টাকা ২। জগদ গুরুর শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর মহিমামৃত—(শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জীবনী) পঁচিশ টাকা ৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয়—(১০৮ জন লেখক পরিচিতি)—দশ টাকা ৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্যটন—পঁচাশী টাকা। ৫। গৌরভক্তামৃত লহরী (পঞ্চ শতাধিক গৌরাঙ্গ পরিকরের জীবনী) দশ খণ্ড একত্রে দুইশত পঞ্চাশ টাকা ৬। রাধা কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ গণোদ্দেশালী (শ্রীরাধা গোবিন্দের পার্ষদ পরিচয় ও গৌরাঙ্গ পার্ষদ বর্গের পূর্বাবতার বিষয়ক গ্রন্থাবলী) ত্রিশ টাকা ৭। গৌরাঙ্গের ভক্তিধর্ম্ম—(শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ ও শ্রীরূপ কবিরাজের ভাবাদর্শ)—পাঁচ টাকা ৮। শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত—ত্রিশ টাকা ৯। নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার—কুড়ি টাকা। ১০। সীতাদ্বৈত তত্ত্ব নিরূপন—(অদ্বৈত প্রভু পূর্ব্বাতার বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ—দশ টাকা ১১। ব্রজমণ্ডল পরিচয়—কুড়ি টাকা ১২। অভিরাম লীলামৃত—ত্রিশ টাকা ১৩। সখ্য ভাবের অষ্ট কালীন লীলা স্মরণ—দশ টাকা ১৪। সাধক স্মরণ (অষ্টক প্রনাম সন্ধ্যারতি ভোগারতি প্রভৃতি)—দশ টাকা ১৫। গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র পরিচয় দশ টাকা ১৬। নিত্যভজন পদ্ধতি (বৈষ্ণবীয় পূজা পদ্ধতি অষ্টক প্রনাম ভোগারতি সন্ধ্যারতি ও অধিবাসাদি কীর্ত্তন) আশী টাকা। ১৭। পানিহাটীর দণ্ডোৎসব—দশ টাকা ১৮। বিশুদ্ধ মন্ত্র স্মরণ পদ্ধতি পাঁচ টাকা ১৯। ধনঞ্জয় গোপাল চরিত ও শ্যামচন্দ্রোদয় (ধনঞ্জয় গোপাল ও পান্তুয়া গোপালের মহিমা) পাঁচ টাকা ২০। অষ্ট কালীন লীলা স্মরণ—দশ টাকা ২১। গৌরাঙ্গ লীলা

(গৌরাঙ্গ তত্ত্ব বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ) কুড়ি টাকা ২২। অনুরাগবল্লী (নিবাস আচার্য মহিমা) সাত টাকা ২৩। গৌরাঙ্গ অবতার রহস্য (শ্রীকৃষ্ণের গৌরাঙ্গরূপ ধারনের বৈচিত্রময় রহস্যাদি)—কুড়ি টাকা ২৪। শ্যামানন্দ প্রকাশ—পাঁচিশ টাকা ২৫। সপার্ষদ গৌরাঙ্গ লীলা রহস্য —আশী টাকা। ২৬। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা—পনের টাকা ২৭। নিতাই অদ্বৈত পদ মাধুরী (মাধুরী (প্রভু নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের মহিমামূলক প্রাচীন পদ)—কুড়ি টাকা। ২৮। পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ ১ম খণ্ড (নরহরি সরকারের পদাবলী)—কুড়ি টাকা ২য় খণ্ড [নরহরি চক্রবর্ত্তীর গৌরলীলা পদ]—ষাট টাকা, ৩য় খণ্ড [নরহরি চক্রবর্ত্তীর কৃষ্ণ-লীলা পদ] চল্লিশ টাকা ৪র্থ খণ্ড [ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর পদাবলী]—ত্রিশ টাকা, ৫ম খণ্ড [মুরারি গুপ্ত গোবিন্দ মাধব বাসুদেব ঘোষের পদাবলী] —পাঁচিশ টাকা। বলরাম দাসের পদাবলী—পঞ্চাশ টাকা, সপ্তম খণ্ড [গোবিন্দ দাসের পদাবলী] চল্লিশ টাকা। ২৯। অভিরাম বিষয় প্রকাশিত গ্রন্থদ্বয়—[অভিরাম পটল ও অভিরাম বন্দনা—দশ টাকা। ৩০। চৈতন্য কারিকায় রূপ কবিরাজ—পাঁচ টাকা ৩১। জগদীশ চরিত্র বিজয় [জগদীশ পণ্ডির জীবন কাহিনী]—পঁচিশ টাকা ৩২। বৈষ্ণব ইতিহাস সার সংগ্রহ—সত্তর টাকা ৩৩। মন: শিক্ষা—পনের টাকা ৩৪। মহাতীর্থ চৈত্যডোবা [ইং]—সাত টাকা। ৩৫। বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তনীয়া [কীর্ত্তনীয়াগনের পরিচয়]—১ম খণ্ড চল্লিশ টাকা ২য় খণ্ড ত্রিশ টাকা, ৩য় খণ্ড ত্রিশ টাকা ৩৬। শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদবর্গের সূচক কীর্ত্তন—ত্রিশ টাকা ৩৭। রসিকমঙ্গল [প্রভু রসিকনন্দের জীবনী] পঞ্চাশ টাকা ৩৮। চৈতন্য শতক [সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য কৃত]—সাত টাকা ৪৯। অদ্বৈত প্রকাশ [অদ্বৈত প্রভুর জীবন কাহিনী] চল্লিশ টাকা ৪০। বৈষ্ণবতীর্থ গ্রাম কাঁচরাপাড়া—পাঁচ টাকা। ৪১। বৈষ্ণব তীর্থ শ্রীপাট শ্রীখণ্ড—দশ টাকা ৪২। চৈতন্য ভাগবত ও বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের

রচনাবলী—আড়াই শত টাকা ৪৩। চৈতন্য চন্দ্রামৃত (প্রবোধানন্দ সরস্বতী কৃত)—কুড়ি টাকা ৪৪। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী—কুড়ি টাকা। ৪৫। অদ্বৈত মঙ্গল—(অদ্বৈত প্রভুর মহিমা মূলক)—চল্লিশ টাকা ৪৬। গৌরাঙ্গের পিতৃবংশ পরিচয় ও শ্রীহট্ট লীলা—পঁয়ত্রিশ টাকা ৪৭। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—(ব্যাখ্যা সহ) তিনশত টাকা ৪৮। নেড়া নেড়ী সৃষ্টি রহস্য—পনের টাকা ৫৯। অষ্টকালীন লীলা স্মরণের ক্রম বিন্যাস (অষ্ট কালীন লীলার সময় নির্দ্ধারণ)—সাত টাকা ৫০। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী রজত জয়ন্তী সংখ্যা—কুড়ি টাকা ৫১। বৈষ্ণব তীর্থ শ্রীপাট ঝামাটপুর—কুড়ি টাকা। ৫২। সপ্ত গ্রামের গৌরাঙ্গ পার্ষদ—পনের টাকা ৫৩। শ্রীভক্তি রত্নাকর—তিনশত টাকা ৫৪। একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য—দশ টাকা ৫৫। শ্রীপাট কুলিয়া মাহাত্ম্য—শ টাকা ৫৬। গৌরাঙ্গ পার্ষদ ঝড়ু ঠাকুরের জীবনী চরিত—দশ টাকা ৫৭। লোচন দাসের ধামালী ও পদাবলী—কুড়ি টাকা ৫৮। পদাবলী সাহিত্য গৌরাঙ্গ পার্ষদ—জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস সহ একশত পঁচাত্তর জন বৈষ্ণব পদাবলী লেখকের সবিস্তার জীবন কাহিনী—ত্রিশ টাকা ৫৯। শ্রীবংশী বদনের পদাবলী ও বংশী শিক্ষা—ত্রিশ টাকা ৬০। চৈতন্য মঙ্গল—শ্রীলোচন দাস বিরচিত—দেড়শত টাকা ৬১। শ্রীরূপ সনাতনের রামকেলী লীলা—দশ টাকা ৬২। প্রভু অদ্বৈতের শান্তিপুর লীলা ও রাসোৎসব—দশ টাকা ৬৩। জয়দেব ও গীত গোবিন্দ—কুড়ি টাকা ৬৪। তারক ব্রহ্ম মহামন্ত্র নামজপ ও কীর্ত্তন বিধান—পনের টাকা ৬৫। সপার্ষদ ঠাকুর নরোত্তমের পদাবলী—ত্রিশ টাকা ৬৬। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রোদয়াবলী—(শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের প্রেমদাস কৃত বঙ্গানুবাদ—যন্ত্রস্থ।

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের অভিনব প্রকাশ

শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দের লীলারস মাধুর্য্য বিষয়ক পদাবলী রচনার মাধ্যমে শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ বৃন্দ অভূতপূর্ব্ব ভাবে সুচারু রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। জীবন্ত প্রতিচ্ছবির ন্যায় আপমর জীব হৃদয়ে চির শাশ্বত রূপ রেখা প্রদান করিয়াছেন। প্রারম্ভে জয়দেব, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ঐ সকল রস মাধুর্য্য পূর্ণ পদাবলী রচনার সূত্র পাত করেন। শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ লীলারস মাধুর্য্য মণ্ডিত পদাবলী রচনা করিয়া দিকদর্শন করতঃ পরবর্ত্তী গৌরাঙ্গ পার্ষদ বর্গের শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলারস মণ্ডিত পদাবলী রচনার পথ প্রদর্শন করেন। শ্রীবৃন্দাবন দাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, রাধামোহন, বৈষ্ণব দাস প্রমূখ শ্রীগৌর প্রেমানুরাগী পার্ষদ বৃন্দ পদাবলী রচনা করিয়া শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলা রস আস্বাদনের পথ প্রদর্শন করেন। ঐ সব পদাবলী আহরন করিয়া "পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ" নামক পত্রিকার মাধ্যমে ধারাবাহিক প্রকাশিত হইতেছে। পাঠক বৃন্দ যোগাযোগ করুন।

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত পদাবলী গ্রন্থাবলী

১। শ্রীনরহরি সরকার পদাবলী—(শ্রীগৌরলীলা ৬৩৭টি পদ) ভিক্ষা কুড়ি টাকা। ২। নরহরি চক্রবর্ত্তীর পদাবলী (শ্রীগৌরলীলা ৬৩৭টি পদ) ভিক্ষা—ষাট টাকা ৩। নরহরি চক্রবর্ত্তী পদাবলী—(শ্রীকৃষ্ণলীলা ৪১৯ পদ) ভিক্ষা—চল্লিশ টাকা ৪। ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী পদাবলী (শ্রীগৌর লীলা ৬৯, শ্রীকৃষ্ণলীলা ২৬৫ পদ) ভিক্ষা-ত্রিশ টাকা ৫। মুরারী গুপ্ত গোবিন্দ ঘোষ, বাসুদেব ঘোষের পদাবলী ভিক্ষা পঁচিশ টাকা ৬। বলরাম দাসের পদাবলী (১৮৫ পদ) ভিক্ষা— পঞ্চাশ টাকা ৭। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী (১১ জন পদকর্ত্তার পদাবলী) ভিক্ষা-কুড়ি টাকা ৮। লোচন দাসের ধামালী ও পদাবলী (১৬৮ পদ) ভিক্ষা-কুড়ি টাকা। ৯। গোবিন্দ দাসের পদাবলী ভিক্ষা-একশত কুড়ি টাকা।